KARMADEVI',

OR

THE RAJPUT WIFE.

কর্ম্মদেবী।

রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের

চরিত্র।

শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

বিবিধ ছন্দোবন্ধে

অনুকীর্ত্তিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY C. B. LEWIS, BAPTIST MISSION PRESS.

1862.

মঙ্গলাচরণ।

পরম-প্রেমাস্পদ-বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মহাশয় সদনুকূলবরেষু।

প্রিয় মিত্র।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার উপায়ন-স্বরূপ পদ্মিনী-উপাখ্যান এক মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রণয়-ঋণের কুসীদবৃদ্ধি-স্বরূপে কর্ম্মদেবীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিলাম; আপনি সাধু উত্তমর্ণ, সুতরাং অবশ্যই প্রসন্নচিত্তে এই কুসীদবৃদ্ধি স্বীকার করিবেন, এমত ভরসা হইতেছে।

[illegible]মুরজদা
৩০ শে আষাঢ়,
১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

ভবদেকপ্রণয়ানুরাগী
শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

পদ্মিনী উপাখ্যানের শেষে এই প্রতিজ্ঞা ছিল ;

"শুন হে পাঠকবর, সাঙ্গ হল্যো অতঃপর,
মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যসুধা,
এই রূপ ছন্দে পরিধান ॥"

এক্ষণে পরমাহ্লাদ-সহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্যকুসুম বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয়-মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। ভাষা সালঙ্কৃত এবং বহুলীকৃত করণার্থ কবিতার ন্যায় গদ্যের উপযোগিতা নাই, অতএব সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎ-কবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ-প্রদান-করা কর্ত্তব্য। পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রথিত করা

বিধেয়, পুরাবৃত্ত এবং ধর্ম্মনীতি তথা বিজ্ঞান-বিদ্যা ঘটিত পুস্তক সকল গদ্যে লিখনের প্রয়োজন; কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের কখন কখন ব্যত্যয় জন্মিতেছে, এতদ্দর্শনে সহৃদয়-বর্গ সন্তুষ্ট নহেন; তথাপি সৎকাব্যের যে দিন দিন সমাদর-বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই অতএব এই কর্ম্মদেবী স্বীয় অগ্রজা পদ্মিনীর ন্যায় সাধারণের কিয়ৎ অনুগ্রহের পাত্রী হইবেন, এমত বিশ্বাস হইতেছে।

প্রস্তাবাবসানে ইহাও বক্তব্য, আমি রাজকার্য্যে দূরস্থানে নিযুক্ত থাকাতে মুদ্রাঙ্কন-কালে স্থানে স্থানে লিপি-প্রমাদ হইয়াছে, তদ্দোষ-উপশমনার্থ পাঠকগণের করুণা-গুণের শরণ লইলাম। ইতি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১০	ভদ্ম	পদ্ম
১২	৬	কালের	মালের
১৩	২০	ধনবতি হয়েছিলে	ধনবতী হয়েছিল
[illegible]	৯	আনিয়াছ	আনিয়াছ
[illegible]	৭	গেছিল	মোহিল
[illegible]	৪	হ্যাভার	হ্যভার
[illegible]	১০	স্মরণ	শরণ
[illegible]	৩	স্বাধীনা স্বাধীনা ধীনা-তানে মানে সুপ্রবীণা	
"	১৭	সঙ্গী	সই
[illegible]	১৮	হরে	পূরে
[illegible]	২১	সঙ্গী	সই
[illegible]	১৯	দলিত	চালিত
[illegible]	৪	অধিরা	অধীরা
[illegible]	১০	প্রয়সি	প্রেয়সি
[illegible]	১১	যুথিকা	যূথিকা
[illegible]	১৯	জাড়িম	জড়িমা
৪৪	২২	গণে	গলে
৪৫	৯	কষনে	কষণে
"	১৮	ছায়	ছায়া
৪৭	১	হাস্যধর	হাস্যাধর
"	১০	শূড়	শুঁড়
৪৮	২০	পান	পানে
"	২২	গহ নামত	গন্ধ নাসাতে
"	২৪	সিরস্কো	সিরকেকা
৪৯	৬	প্রয়ানে	প্রয়াণে
৫১	১	পৌরু-পথে	পৌরুষ পথে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	১৭	শার্দ্দুলের	শার্দ্দূলের
,,	,,	উপানহ	উপানহ্
৫২	১২	নিশেষ	বিশেষ
৫৫	৪	[illegible]	[illegible]
,,	১২	হাতী, দ্বন্দ্ব	হাতী-দ্বন্দ্ব
৫৬	৩	প্রতি হত	প্রতিহত
৬৮	১১	নাহি আর পুত্রকন্যা	নাহিক আপার ক.
৭২	৪	কেশ	দেশ
,,	১৫	সঙ্গিনী	সঙ্গিণী
,,	১৭	রঙ্গিনী	রঙ্গিণী
,,	১৮	রঙ্গী	রঙ্গি
,,	১৯	সঙ্গিনী	সঙ্গিণী
৭৩	১৭	নাহি আর সুত	নাহিক অপর
৭৪	২৩	[illegible]	[illegible]
৭৬	২	মোহিনী	জাটুর
,,	১৫	মোহিনী	জাটুর
৭৯	১১	দীপ	দীপ
৮২	১৭	ভীম-হদে	ভীমাহদে
৮৬	১	প্রেম	আশা
,,	১৪	তলায়	তায়
৮৯	১৬	সঙ্গিনী	সঙ্গিণী
৯১	৬	কমন	কষণ
৯২	১৩	পুত্র	পুত্র
৯৩	৫	মনত	মনোমত
৯৫	১	আহত রা	আহত রণে
৯৬	২২	নির্ব্বাচিতি	নির্ব্বাচিত

কর্ম্মদেবী।

সূচনা।

পদ্মিনী-প্রবন্ধ-গাথা, পথিক সুজন,
শ্রুতিপথে পান করি পরিতৃপ্ত মন।
উপল-পরিপূরিত মধ্যে পাষাণ যেমন
থাকিলে বীণার তানে মধুর গাহিল,
ফুরায়ে গিয়াছে গাথা, তবু জ্ঞান হয়
শ্রবণ-বিবরে বাজে গান সুধাময়,
মোহিত পথিকের হইল বিভ্রম,
শুনিছেন পদ্মিনীর কথা মনোরম।
পদ্মিনী-সতীত্ব-কথা অপূর্ব্ব আখ্যান,
ভাবুক রহিল হৃদে ধরি সেই ধ্যান।
পদ্মিনীর শেষদশা করিয়া স্মরণ,
পথিকের বাহ্যজ্ঞান হইল হরণ।
ভাবভরে কেঁপে উঠে মানসকমল,
প্রভাত-সমীরে যথা ফুল্ল-শতদল।
নয়ন-যুগলে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ক্ষরে,
নিশীর শিশির-কণা যেন ইন্দীবরে।
নিরখি সাত্ত্বিক ভাব, কথক ব্রাহ্মণ,
কহিছেন পথিকেরে করি সম্বোধন—
“উঠ হে পথিকবর, ভাবুক-প্রবর,
ভাব-নিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর।

অই দেখ গোধন-মহিষ-মেষদলে,
ছায়া হেতু দলে দলে তরুতলে চলে।
গোষ্ঠ-তেজি হাম্বারবে উচ্চে পুচ্ছ তুলে
সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষ-মূলে।
প্রখর ভানুর করে প্রবল পিপাসা,
পাণি পাতি প্রবাহের পয় পিয়ে চাষা।
মেদিনীর মৌনব্রত—স্তব্ধ সমুদয়,
কেবল সমীর ধীর, ধীরে ধীরে বয়:—
কেবল মরালদল করি মদকল,
সন্তরে বিহরে যথা বিকচ কমল;—
কেবল বিটপী-বটে বসন্ত বিহগ
আলাপিছে মৃদুতান সহ নানা খগ;—
কেবল নির্ঝরে ধ্বনি কল কল কল,
উগরিছে কত শত কোটি মুক্তাফল।
অই দেখ ঘাড় মেরে সরসী-হৃদয়ে
মীনচয় মগ্ন হয় নিজ দল লয়ে।
বিগত তৃতীয় যাম পদ্মিনী কথনে,
এসো এসো হে সুজন মম নিকেতনে।
আতিথ্য গ্রহণ আর বিশ্রাম অন্তরে,
পরিচয় আদান প্রদান পরস্পরে।”
স্নান করি সরসীতে স্নিগ্ধতনুমন,
আশ্রমেতে চলিলেন বন্ধু দুই জন।
ক্ষুধা তৃষা কৃশা; বিশ্রামেতে বিলসিত,
নানাবিধ ইষ্টালাপে হয়ে হরষিত,
জিজ্ঞাসেন পথিক—“বলহে, কৃপাকর!

মরুদেশে * আছে এক রম্য সরোবর,
কর্ম্ম-সরোবর নাম পুণ্যতীর্থ স্থল,—
অদূরে মণ্ডপ এক ধবল উজ্জ্বল,—
অপূর্ব্ব উপলময়ী প্রমদা প্রতিমা,
মণ্ডপ-মাঝারে শোভে, রূপে নাহি সীমা।
শুনিলাম কর্ম্মদেবী নৃপনন্দিনীর
পাষাণ-প্রতিমা সেই, শোভিত রুচির ;
কেবা সেই কর্ম্মদেবী কিবা কথা তাঁর ?
কেন সে স্থাপিতা মূর্ত্তি অপসরা আকার ?
কেন কর্ম্ম-সরোবর সরসীর নাম ?
বিশেষিয়া পূর্ব্ব কথা, কহ গুণধাম।”

শুনি কর্ম্মদেবী নাম, ভূদেব-নয়নে
গজমুক্তাকার অশ্রু উদয় সঘনে,—
উদয় হইবা মাত্র ঘনীভূত হয়,
যথা নীহারের বিন্দু হেমন্ত-সময়।
মানস-সরসী-জলে জলজের দলে
হিমানী আকার ধরে প্রতি পলে পলে !

চকিত স্থগিতনেত্রে গদ গদ স্বরে
কহিছেন, সম্বোধিয়া ভাবুক প্রবরে।

“শুনিবে কি হে সুজন, কর্ম্মদেবী কথা?
বিবরিব অনুপূর্ব্ব শ্রুত আছে যথা ;
সতীত্ব সাধ্বীত্ব গুণে বরণীয় অতি,
পদ্মিনীর সমতুল্য হন সেই সতী।

* আধুনিক নাম মারবার

অদ্যাপি তাঁহার গুণ, এই রাজস্থানে,
গৃহে গৃহে গীত হয় শারঙ্গীর তানে।
আন্‌রে মধুর যন্ত্র শারঙ্গী আমার,
বহুদিন করি নাই আলাপ তাহার।
বহুদিন নাগদন্তে ঝুলান রয়েছে,
যন্ত্রি-অনাদরে যন্ত্র অতন্ত্র হয়েছে।”
আজ্ঞামাত্র, শারঙ্গ যোগায় পরিচর,
মিলায়ে মূর্চ্ছনা মার্গ, দ্বিজ গুণাকর
আরম্ভিলা সন্ধ্যারাগে কর্ম্মদেবী-কথা।
প্রদোষেতে অম্বুকোলে ভৃঙ্গনাদ যথা॥

প্রথম সর্গ।

যশল্মীর-অন্তঃপাতি দেশেছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার।
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা, বিক্রম-আধার॥
মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নত শির,
প্রতাপেতে প্রখর-তপন।
সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর পরিকর,
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ॥
হঠ-ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হুহু হুহু সদাগতি,
সদাগতি পরাভূত তায়।
দড় বড় দড় বড়, অশ্বচালনায় দড়,
ছোট বড় জানা নাহি যায়॥

হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয়।
ধনিক বণিকগণ, ভীত-চিত অনুক্ষণ,
কখন্ আসিয়ে লুটে লয়॥
বাল বৃদ্ধ বনিতারে, সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সমর রসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে॥
বিশেষ যবন প্রতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে।
লাফদিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে তরবারে॥
পূর্ব্বদিগে বিষ্ণুপদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
সাধুর শূরত্ব-অধিকার।
বিনশন * মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার॥
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরু লতা।
দূরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা॥
হটে পুষ্পউপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান।
শ্রান্ত-পান্থ-চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভানুর এ ভাণ॥

---

* কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমান্তরাল।

ধন্য সে নন্দিনী তাঁর, মরীচিকা নাম যার,
মিথ্যায় সত্যের দেয় বোধ।
এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, এজগতে করি সৃষ্টি,
মহামোহ জ্ঞান করে রোধ॥
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ।
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন॥
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদ মস্তকপরা,
অয়স্ রচিত পরিচ্ছদ।
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্ ঝন্,
ঝক্ মক্ ঝলক বিষদ॥
শীতল কঠোর ধর্ম্ম, অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম,
সাজ শয্যা তাহাই সকল।
ঢালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর,
কিছু মাত্র না হয়ে বিকল॥
সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢাল, ভোজন-ভাজন।
কটিতটে চন্দ্রহাস, † চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন॥
দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কায,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর-রসে বিচক্ষণ তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে॥

---

† তরবারী বিশেষ।

এত যে উগ্রতা রস, কিন্তু কামিনীর বশ,
শিব যথা শৈলজার প্রতি।
অবলার অনুরাগ, অন্তরে সোহাগ যাগ,
সতীর সেবায় রতি মতি॥
যথা শিলা সন্নিধান, বিতরে মধুর ঘ্রাণ,
বিকশিয়ে কাশ্মীরী কুসুম।
কঠোর শিলার ধর্ম্ম, কঠোর তাহার মর্ম্ম,
কিন্তু তাহে জনমে কুঙ্কুম॥
সতীর সেবায় মন, প্রাণপণ আকুঞ্চন,
সতীর সম্মান রক্ষা হেতু।
অপবিত্র ভাব হীন, কুরস বাসনা লীন,
সভয়ে পলায় মীনকেতু॥
সরল অখল সবে, ভাসমান প্রেমার্ণবে,
সখ্যভাবে সুখে কাল হরে।
মৃগয়া আখেট বনে, দ্বন্দ্বে মন্দ লোক সনে,
কালান্তের কাল মূর্ত্তি ধরে॥
কারুপ্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।
অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে॥
হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এবে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,

ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥
নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণধনে ঘোর অভিমানী॥
হায় কবে দুঃখ যাবে, এদশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন!
কবে পুন বীর-রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন?
আর কি সে দিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্ত্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্ত্তি,
সুখদ সরল আচরণে?

কিবা অপরূপ, নিরখি অনুপ,
সাধুর স্বদলে গতি।
প্রসারিত বুক, প্রমোদ কৌতুক,
সকলে প্রসন্নমতি॥
কিবা তড় বড়, বহে যেন ঝড়,
তুরগের পদধ্বনি।
ঝক্ মক্ ঝক্, আয়ুধ ঝলক,
জ্বলে যেন দিনমণি॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্, ঝনন্ ঝনন্,

ঘুঘুর ঘোড়ার গলে।
হয় চয় সাজে, নানা নিধি সাজে,
কিবা শোভা শিরনলে॥
হেলিছে টোপর, মাথার উপর,
শ্বেত-মেঘমালা যেন।
কিবা নদী-কোলে, পবন-হিল্লোলে,
খেলিয়া বেড়ায় ফেন॥
সব শির উচ্চ, গালে গাল-মুচ্ছ,
যেন দুই মেঘ পশি।
ললাট-ফলকে, অগুরু-তিলকে,
বিলেখিত আধ শশী॥
লোহিত কমল, নয়ন-যুগল,
অলি তাহে দুটি তারা।
চপল ভ্রুভঙ্গি, হয়ে অঙ্গ-অঙ্গি,
যুগল-খঞ্জন-ধারা॥
লুকিতেছে ভল্ল, যত সব মল্ল,
নিরখিতে ভয়ঙ্কর।
ঝাঁপানিয়া ঢাল, বিষম করাল,
পিঠে ঝুলে নিরন্তর॥
পাদুকায় আঁটা, খরধার কাঁটা,
অশ্বের পঞ্জরে মারে।
বেগ বাড়ে তায়, বায়ু সম ধায়,
শ্রবণ যুগল সারে॥
এইরূপ সাজে, অরণ্যের মাঝে,
সাধুর স্বদলে গতি।

শীহরিত কায়, পলাইয়ে যায়,
মৃগপতি যূথপতি ॥
শুনিতে পাইল, যবন আইল,
বিপাশা-তটিনী-তটে।
কাফিলা কাফিলা, ছাউনী ছাইলা,
জালন্ধর সন্নিকটে ॥
কত উপহার, প্রকার প্রকার,
সাজান হাজার উটে।
মেবা নানা জাতি, বস্ত্র ভাতি ভাতি,
সুরভি সুবর্ণ পুটে ॥
কিবা মধুরিম, বেদানা দাড়িম,
দেবের দুর্লভ ফল।
নয়ন-রঞ্জন, বীজের বরণ,
পদ্মরাগ অবিকল ॥
তনু বিদারিত, ঈষৎ স্ফারিত,
বীজের বিমল রেখা।
যেন কামিনীর, দশন রুচির,
মৃদু হাসে দেয় দেখা ॥
কিবা অপরূপ, নাহিক স্বরূপ,
মধুর আঙ্গুর ফল।
অতি মনোহরা, সুধা দেহভরা,
দেখা যায় সুবিমল ॥
ছার গজমতি, নাহি তাহে রতি,
দ্রাক্ষা গুণে বলিহারি।
পারসে কি রস, বেড়ি দিগ্ দশ,

শোভা পায় সারি সারি ॥
কিবা বারি-ধারা, মুকুতার ঝারা,
কানন ছাইয়ে রয়।
মুখে তুলে লয়, যদি মনে হয়,
ক্ষুধিত কৃষক-চয় ॥
ধন্য দ্রাক্ষালতা, তব মধুরতা—
মধুরা সুরা জননী।
প্রসবিয়া কত, মধু নানা মত,
মাতাইলে এ অবনী ॥
কিবা সেই ফল, অমৃতে বিহ্বল,
অমৃতাঙ্ক * যার নাম।
সেব পারসীক, রসে সুরসিক,
পরম পুলক ধাম ॥
দেখিতে সুন্দর, ফুল্ল কলেবর,
কাঞ্চনে সিন্দূর শোভা।
যেন মনোহর, চারু পয়োধর,
যুবাজন মনোলোভা ॥
কিবা সে বাদাম, তার কিবা দাম,
রূপসী নথর দাম।
শ্বেত সমুজ্জ্বল, শস্য সুবিমল,
বল আর বীর্য্য ধাম ॥
খুবানী খর্জ্জুর, আঙ্গুর মধুর,
চেলগোজা আখরোট।

* সেব ফলের সংস্কৃত নাম।

এইরূপ কত, মেবা নানামত,
আনিয়াছে মোট মোট ॥
চোগা জেগা টোপ, জরীকষ খোপ,
পায়তাবা দশ্‌তানা।
জুব্বা গলূবন্দ, সাল মস্‌লন্দ,
[redacted] বিছানা নানা ॥
ধন্য সেই পশু, জন্মে যাহে বসু,
লোম যার হেম-প্রসূ।
গিরি হিমবতে, ভোটান্ত তিব্বতে,
অনেক লোকের অসূ ॥
ধন্য সেই ছাগ, কাশ্মীরে সুরাগ,
তথা সুখে কাল হরে।
এদেশের অজা, যত ধর্ম্মধ্বজা,
বলিতে নিয়োগ করে ॥
সোমা খেস পটু, শীতনাশে পটু,
বনাৎ বিবিধ মত।
দুঃখীর সম্বল, সুলভ কম্বল,
খোদাবন্দ নিয়ামৎ ॥
আনিয়াছে বাজী, তুর্কী আর তাজী,
সিরাজী সৈন্ধব * সেরা।
বিপাশার ধারে, হাজারে হাজারে,
আসিয়ে পড়িল ডেরা ॥
সাধু সহ গণে, সংবাদ শ্রবণে,
হরষিত মনে অতি।

* সিন্ধুদেশ-জাত ঘোড়া।

চলিল সত্বর, পবন-সোসর,
দিবানিশী করে গতি ॥
পহুঁছিয়া আর, সময়-বিচার,
তিলেক নাহিক করে।
দাবানল-প্রায়, ঘেরে রুফিলায়,
রজনী দুই পহরে ॥
হল্যো হতভম্ব, ভেবে নিরালম্ব,
মোগল বণিক-চয়।
করে আঁকু বাঁকু, "গেরা গেরা ডাকু"
আর আল্লা২ কয়।
আছিল গোঁয়ার, কতক সোয়ার,
উঠে তারা তেড়ে ফুঁড়ে।
হয়ে ক্রোধান্বিত, সাধুর সহিত,
রণ-রঙ্গ দিল যুড়ে ॥
ভয়াল আহব, করে কলরব,
যত সব সরদার।
"মার মার মার, হোঁ হুঁসিয়ার,
খবর্দার খবর্দার" ॥
চোপ চোপ চোপ, তরবার কোপ,
ঝপ্ ঝপ্ ঝাঁপে ঢাল।
কাটিলে গর্দানী, কোথায় মর্দানী,
দেখিতে অতি করাল ॥
জ্ঞান-শূন্য ধড়ে, কেহ ভূমে পড়ে,
কর পদ কারু কাটা।

কেহ ঊর্দ্ধ-নেত্রে, পড়ে রণ-ক্ষেত্রে,
ফাটা ললাটের পাটা ॥
কারু মুখ খোলা, চক্ষু দুই ঘোলা,
প্রকাশিত দন্তপাঁতি।
দেখা যায় মাড়ি, রুধিরাক্ত দাড়ী,
ছাইয়ে পড়েছে ছাতি ॥
দেউটী রোসন, দেখিতে ভীষণ,
জ্বালায় কাণাৎ তাঁবু।
কিছুক্ষণ পরে, অন্যায় সমরে,
যবন হইল কাবু ॥
কঠিন রসায়, বন্ধন দশায়,
পড়িল কএক জন।
সাধুর সদনে, প্রণত বদনে,
করিতেছে নিবেদন ॥
"কেন হে এমন কায কর যুবরাজ ?
"অযশ ঘুষিবে তব ধরণী-সমাজ ॥
"আমরা বণিক জাতি বাণিজ্য ব্যবসা।
"জগতের হিত-ব্রতে, ভাগ্যের ভরসা ॥
"যথায় বিরাজে শান্তি, সুখ-সিংহাসনে।
"তথায় বণিক যায় ধন-অন্বেষণে ॥
"সেই দেশে কমলার শুভদৃষ্টি হয়।
"মান কিনা এই কথা হিন্দু মহাশয় ?
"হিন্দুস্থান শান্তি-স্থান সংবাদ-শ্রবণে।
"এস্যেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে ॥

"সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি।
"বণিকের ধন-বৃদ্ধি তাহার সংহতি ॥
"দেখিতেছ আনিয়াছি ঘোড়া আর উট।
"এসকল নহে দেশে করিবারে লুট॥
"মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশা।
"দ্রব্য দিব, অর্থ লব, এই জন্য আসা॥
"ইথে অপরাধ কিবা কহ রাজসুত।
"ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি নানা-গুণযুত॥
"বিবেচনা কর সাধু, সাধু নাম ধর।
"কেন হে গর্হিত হেন আচরণ কর?"
উত্তরে কহিছে সাধু, "শুন হে পাঠান।
"মানিলাম যা বলিলে সব সপ্রমাণ॥
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, শাস্ত্রের লিখন।
"সকল দেশের তায়, উন্নতি সাধন॥
"ক্রেতা বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল।
"বাণিজ্যে রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল॥
"কি কারণে এ হেন বাণিজ্য সুখ সেতু।
"অবরোধ করি আমি, শুন তার-হেতু॥
"পূর্ব্বে এই পুণ্য-ভূমি-বাণিজ্যের ধনে।
"ধনবতি হয়েছিল, বিখ্যাত ভুবনে॥
"দিগ্ দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর।
"এ দেশে আসিত কত বণিক নিকর॥
"বাণিজ্য সামগ্রী নানা লয়ে যেত দেশে।
"ভারতের ধন বৃদ্ধি হতো সবিশেষে॥

"এক এক নগরের কত ছিল ধন।
"অদ্যাপি না হয় তার সঙ্খ্যা-নিরূপণ॥
"একা কান্যকুব্জপুরে, অপূর্ব্ব আখ্যান।
"বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান॥
"সুবর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আগারে।
"দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল স্তূপাকারে॥
"সোমনাথ, মধুপুরী আর কালিঞ্জরে।
"নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পঞ্জরে॥
"কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন?
"কে হরিল সে সকল কুবেরের ধন?
"কে করিল পুণ্য ভূমি, দুঃখেতে নিক্ষেপ?
"কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ?
"অনুপমা ভারতের পতিব্রতা গণ।
"কে করিল তাহাদের মর্য্যাদা হরণ?
"কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ?
"তোমরা জাননা কি হে সেই ইতিহাস?
"যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এসব।
"তোমরা তাহার জাতি, জ্ঞাতি, গোত্রভব
"হাজার মঙ্গল-ব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
"বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি॥
"এরূপ বাণিজ্যছলে কত জাতি এসে।
"করিলেক প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে॥
"অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি?
"দুর্গতির প্রতিফল, স্বরূপ দুর্গতি॥

"কি ছার বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে এনেছ?
"তোমাদের দেশ বড় উর্ব্বর জেনেছ?
"জান না ভারত-ভূমি লক্ষ্মীর আবাস?
"কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস?
"কোন্ "মেবা" নাহি জন্মে ইহার ভিতর?
"করে্য এস্যো হিমালয়ে নয়নগোচর॥
"ঈরাণেতে যত "মেবা" জনমিয়া থাকে।
"এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে॥
"তাভিন্ন অনেক "মেবা" হেনরূপ আছে।
"এ দেশ ব্যতীত আর কোথা নাহি বাঁচে॥
"রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তার?
"সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার॥
"আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
"কারণ-সলিলে পূর্ণ তাহার উদর॥
"এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর?
"পান মাত্র তৃষিতের যুড়ায় শরীর॥
"কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাস।
"পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশ॥
"আর এক ফল আছে, নাম আনারস।
"নন্দন-কানন-থেকে বুঝি আনা রস॥
"নন্দনপতির ন্যায় সহস্রলোচন।
"উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-বরণ॥
"শিরেতে পল্লব গুচ্ছ, পুচ্ছের আকার।
"হেমময় কিরীট কাননে অবতার॥

"অপূৰ্ব্ব সৌরভামোদে, মেতে উঠে মন।
"ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যুটে মধুকর গণ॥
"বিফলে ছুটিয়ে আসা, বিফল সে যোটা।
"অলীর অসাধ্য পেতে রস এক ফোঁটা॥
"যথা কৃপণের ধনে, যাচক বঞ্চিত।
"গতায়াত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিৎ॥
"এই রূপ, কত রূপ, এ দেশের ফল।
"বিশেষিয়া বাহুল্য বর্ণন সেসকল॥
"আনিয়াছ বসন, সুগন্ধ, সঙ্গে যাহা।
"এদেশের দুর্লভ কিছুই নহে তাহা॥
"ঢাকা কাশ্মীরের তন্ত্রে, কি শিল্প চাতুরী।
"অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি॥
"এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তূরী, মৃগমদ।
"এই দেশে কালাগুরু, চন্দন, বিষদ॥
"এই দেশে মল্লিকা, যূথিকা, আর জাতি।
"এই দেশে মালতী, শ্বেবতী নানা ভাতি॥
"এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনী, জায়ফল।
"জয়িত্রী, কর্পূর, চুয়া, পূগ, আদি ফল॥
"এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এ দেশে।
"পূর্ব্ব-পয়োধির দ্বীপ-মালায় বিশেষে॥
"আমোদে আমোদ পেয়ে প্রভাত পবনে।
"হাস্যোদয় হয় বৃদ্ধ-বারিধি-বদনে॥
"সেই সব অপূর্ব্ব সুগন্ধ দ্রব্য চয়।
"ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয়॥

"ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে।
"জগতে সর্ব্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে॥
"এই দেশে এত বিধ দ্রব্যের প্রকাশ।
"এই দেশে এত বিধ লোকের নিবাস॥
"অন্য দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই।
"স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই॥
"লয়ে যাও যত পার পেস্তা আখ্রোট।
"লয়ে যাও বেদানা দাড়িম মোট মোট॥
"পেয়েছি উত্তম অশ্ব উষ্ট্র সারি সারি।
"ইহারা আমার পক্ষে হবে উপকারী॥
"এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন।
"তোমরা এদেশ-থেকে করেছ হরণ॥
"লহ এক এক অশ্ব এক এক জন।
"দ্রুত বেগে সিন্ধু-পারে কর পলায়ন॥
"ধন আশে পুনঃ আর এস না এদেশে।
"যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে॥"
এত বলি অশ্ব দিয়ে করিল বিদায়।
সেলাম করিয়ে পদে পাঠান পলায়॥
রজনী প্রভাত হৈল বিপাশার তীরে।
রাজপুত্র স্নান পূজা করে তার নীরে॥
হর হর বম বম শব্দ সুগম্ভীর।
অন্তরে বহন করে প্রভাত-সমীর॥
স্নান পরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা করি নিবারণ।
তুরঙ্গে উঠিয়ে সবে করিল গমন॥

মধ্যাহ্নের উপযোগ আতিথ্যে নির্ভর।
গৃহস্থ পরম যত্নে করে সমাদর॥
একদা ঔরিণ্ট-পুরে করিল প্রবেশ।
যথায় নিবসে ক্ষত্রি-কেশরী-বিশেষ॥
বলবন্ত সুধীর মাণিক-দেব রায়।
বহু-জনাশ্রয়, খ্যাত রাজ-পুত্রনায়॥
মোহিল-কুলের পতি, কুলধর্ম্মে রতি।
প্রকৃতি প্রশান্ত, দান্ত, সুনির্ম্মল মতি॥
শুনামাত্র স্বীয়পুরে সাধুর আগতি।
আনিতে তাঁহাকে যান সদল সংহতি॥
বাজিল মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে॥
মঙ্গলাচরণ-গীত হয় বামা-স্বরে।
বাঁধিল বন্দনবার ত্রিপোলিয়া দ্বারে।
রচিল রচনা তাহে নানা ফুলহারে॥
আরোপিল আম্র-শাখা সুবর্ণ কলসে।
মারিল পথের ধূলা চন্দনের রসে॥
প্রতি গৃহশিখরে পতাকা বিরাজিত।
সিতাসিত লোহিত হরিত নীল পীত॥
যেমনি ঢুকিল সাধু নগর ভিতরে।
অমনি রমনীগণ পুষ্প বৃষ্টি করে॥
আগ-বাড়াইয়া গিয়া ঔরিণ্ট-ঈশ্বর।
সমাদরে স্নেহভরে লয়ে যান ঘর॥
প্রণাম করিল সাধু তাঁহার চরণে।
মাণিক্য তোষেন তাঁরে প্রেম-আলিঙ্গনে॥

শির-ঘ্রাণ লয়ে মুখ-চুম্বন অন্তরে।
দেহ-গেহ-কুশল-জিজ্ঞাসা পরস্পরে॥
হায় কোথা সে সকল সরল আচার!
এখন এদেশে নাই সে সব ব্যাভার॥
প্রেম, ভক্তি, স্নেহ আর শীলতা, ভব্যতা।
এজগতে এই সব প্রকৃত সভ্যতা॥
কর পরশন, আলিঙ্গন, সুসম্ভাষ।
ইহাতেই হৃদয়ের সুভাব প্রকাশ॥
ইথে নাই প্রত্যবায়, নাই কিছু ব্যয়।
এ সকল শিষ্টাচার কি হেতু বিলয়?
একে বারে সদ্ভাব অভাব হিন্দুস্থানে।
জ্ঞাতি, জ্ঞাতি, বন্ধু বলি কে কাহারে মানে?
স্বল্প-ধন-অভিমানে ফুলে উঠে কায়।
কেবা ছোট কেবা বড় জানা নাহি যায়॥
"আর সবে ছোট হোক, আমি হই বড়"
এই মিথ্যা মান-মদ্য পানে সবে দড়॥
রসনা রসের স্থান অতি সুকোমল।
নাহি তাহে অস্থি, একি সামান্য কৌশল?
ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহাতে প্রকাশ।
অস্থিশূন্য জিহ্বা অতি-লালিত্য-নিবাস॥
সে রসনা হইয়াছে পারুষ্য-আলয়।
বিবেকের অনুবর্ত্তী রসনা না হয়॥
কিবা মিত্র, কিবা ভৃত্য, বন্ধু, পরিজন।
ধন-মত্তে কিছুতেই না পায় চেতন॥

জ্ঞান-ধনে ধনী যেই, সে হয় পাগল॥
সেই লোক, যে বকে অনর্থ অনর্গল।
সেই প্রিয়, মিথ্যা-স্তবে তুষিতে যে পারে॥
সেই দুষ্ট, যেই তাহা সহিবারে হারে।
সেই ঘৃণ্য, যে কহে বচন সাদা সিধা॥
সেই পূজ্য, যার মনে শঠতা বিবিধা।
যার আছে টাকা, তার আগে পূজা কর॥
আতর গোলাবে তার কলেবর ভর।
যার নাই টাকা, জ্ঞান-ধনে যেই ধনী॥
অরণ্য যাহার বুদ্ধি, বল, রত্নমণি।
সে অতি অগ্রাহ্য, কিবা তার উপরোধ?
তার ভাগ্যে কেবল ভর্ৎসনা আর ক্রোধ।
তার উক্তি তার যুক্তি মূল্য যার নাই॥
দম্ভবলে বলে বলী 'কিছু নাহি চাই।
নাহি বিভু-বিশ্বেশ্বর, নাহি পাপ-পুণ্য॥
এজগতে মজা সার, আর সব শূন্য।
রাজা রুজি বাৎ চিৎ, সেই মাত্র ধন্য।
ধ্যান, জ্ঞান, মিথ্যা সব, যে যা কয় অন্য॥
জ্ঞানী নাই, সাধু নাই, নাহিক বিবেক।
ধনে মানে যেই বড় সেই বড় এক॥
জ্ঞান মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, জ্ঞানী কেহ নাই।
ধর্ম্মী কোথা? কেন দেয় ধর্ম্মের দোহাই?
এ জগৎ আছে শুদ্ধ সুখের কারণ।
যার আছে ধন তার কি আছে বারণ?

মজা কর নানা মত যাহা ইচ্ছা হয়।
জন্মেছ কেবল শুদ্ধ সুখের আশয়॥
অস্থি মাংস যাহা চায়, কর তাহা আগে।
এর পর আছে কিছু মনে নাহি লাগে॥
কিছু না দেখিতে পাই কারে বলে মন।
ভোজ্য পান চাই তনু পোষণ-কারণ॥
আর যাহা, ধন বিনা পূরণ কে করে।
সে মর্ম্ম কি বুঝিবেক বিদ্যাবান নরে?
কিবা ছার গ্রন্থ-পাঠ, তত্ত্বের সন্ধান?
কিবা পর উপকার, হিত কার্য্যে দান॥'
হায় কেন হেন দশা হইল এদেশে!
প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, মর্ম্মান্তিক ক্লেশে॥
সেকালের শিষ্টাচার গিয়াছে সকল।
স্মরিলে কেবল হয় হৃদয় বিকল॥
এই রূপ আক্ষেপ করেন দ্বিজবর।
বিগত হইল নিশা দ্বিতীয় প্রহর॥
করিলা সঙ্গীত স্থির জানিয়া সময়।
নিদ্রার নিহারে রুদ্ধ নয়ন নিচয়॥
মুদিয়ে পলকদ্বার সুষুপ্ত সকলে।
সুখদ স্বপন উঠে হৃদয়-কমলে॥
পর দিন প্রদোষে সকলে আসি বসে।
দ্বিজেন্দ্র তোষেন কর্ম্ম-দেবী কথা-রসে॥

ইতি প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

শুন শুন অপরূপ, সুরস সলিল-কূপ,
কর্ম্মদেবী-কথা তার পর।
ছিল প্রথা পুরাকালে, অন্তঃপুর অন্তরালে,
থাকিত উদ্যান মনোহর॥
দিবা-অবসান-কালে, কুসুমিত কুঞ্জ-জালে,
খেলিত অনেক কুলবালা।
তুলি ফুল চারু করে, পতির সোহাগ-ভরে,
কেহ বা রচিত গুচ্ছ মালা॥
কেহ বসি তরুমূলে, রঞ্জিত তুলিকা তুলে,
লিখিত বিচিত্র চিত্র, পটে।
নায়কের ভগ্ন স্নেহ; কবিতা রচিত কেহ,
বসিয়ে নির্ঝর-সন্নিকটে॥
নির্ঝরেতে ঝরে জল, সেইরূপ অবিকল,
নায়িকা-নয়ন-উৎস ঝরে।
উভয়ের এক দশা, তাই বুঝি মদালসা,
নির্ঝর-সন্নিধি খেদ করে॥
কেহবা ললিত স্বরে, প্রেমময় গান করে,
তান ধরে আর এক জন।
এমনি মধুর তান, বিহঙ্গ ত্যজিয়ে গান,
স্তব্ধ হয়ে করয়ে শ্রবণ॥
কেহ জলে কেলি করে, যেন শোভে সরোবরে
অভিনব প্রফুল্ল কমল

মুখ মাত্র দেখা যায়, কুঞ্চিত কবরী তায়,
যেন মধুমত্ত ভৃঙ্গ-দল ॥
কেহ বা বাজায় বীণা; তাধীনা-তাধীনা ধীনা,
মৃদঙ্গে দিতেছে কেহ সঙ্গ।
সুরস বীণার ধ্বনি, অন্তরে উল্লাস গণি,
স্থির-নেত্রে শুনিছে কুরঙ্গ ॥
চাঁচর চিকুর খোলা, কেহ বা দোলায় দোলা,
ধাবা-ধাবী বকুলের তলে।
কেহ বা দুলিছে তায়, মরি কিবা শোভা হায়,
তড়িৎ চমকে মেঘ-দলে ॥
বিনোদ-ব্যায়াম-ছলে, কপোলেতে রঙ্গ ফলে,
আরক্তিম বিম্ব-ফল-জিনি।
ঘন ঘন বহে শ্বাস, হৃদয়ে উল্লাস-ত্রাস,
কঙ্কণ বাজিছে রিণি ঝিনি ॥
উড়িছে ওড়না বাস, পক্ষ প্রায় পরকাশ,
পরী যেন হেলিছে অম্বরে।
থেকে থেকে কহে কেহ, "ধীরে সই দোল দেহ"
লাজ-ভরে অম্বর, সম্বরে ॥
এইরূপ সখীসনে, বিলসে বিহার বনে,
প্রদোষেতে মাণিক্য-দুহিতা।
কর্ম্মদেবী নাম তাঁর, রূপে লক্ষ্মী-অবতার,
চৌষট্টি কলায় প্রকাশিতা ॥
ষোড়শী রূপসী বালা, লাবণ্য পুষ্পের ডালা,
অনূঢ়া সরলা চারুশীলা।

তরুণ বসন্ত সম, যৌবনের উপক্রম,
দেহে তার আসি দেখা দিলা ॥
এই ছিল মুকুলিত, মঞ্জরীতে আকুলিত,
কবে হল্যো ললিত ফলিত?
ছিল দিন চারু রেখা, ঈষৎ যেতেছে দেখা,
পূর্ব্বভাব হইল স্খলিত ॥
বয়স্থা দেখিয়া তায়, চিন্তিত মাণিক্য রায়,
নানারূপ প্রস্তাব প্রবন্ধ।
অবশেষে হল্যো স্থির, মন্দোরের ভূপতির,
নন্দন-সহিত সুসম্বন্ধ ॥
অরণ্য-কমল নাম, কুলের গৌরবগ্রাম,
রাঠোর প্রসিদ্ধ রাজস্থানে।
কর্ম্মদেবী-সহ বিভা, প্রেম-পদ্মরাগ-নিভা,
দিবা-নিশী জ্বলে তার প্রাণে ॥
হেথা শুন সমাচার, মাণিক্যের সদাচার,
বশীভূত করিল সাধুরে।
দলবল লয়ে সঙ্গে, বিবিধ-বিনোদ-রঙ্গে,
প্রবাস করিল তার পুরে ॥
নিত্য নব নব খেলা, মল্ল-ভূমে হয় মেলা,
কত লোক আসে দেখিবারে।
অপরূপ মল্লযুদ্ধ, চমকিত সভা শুদ্ধ,
নিরখি বিক্রম বারে বারে ॥
গদাযুদ্ধে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম,
কিবা ভীম কিবা দুর্য্যোধন।

কিবা দ্রোণ-কৃত-দীক্ষা, অপরূপ শর-শিক্ষা,
লক্ষ্য-ভেদে নরনারায়ণ ॥
অসিচর্য্যা পরিপাটী, বিপক্ষের অসি কাটি,
তিল তিল ধরাতলে পাড়ে।
এ সকল প্রকরণ, দেখেন পুরস্ত্রীগণ,
বসি বস্ত্র-কাণ্ডারের আড়ে ॥
দেব-সেনাপতি প্রায়, সাধুর সুন্দর কায়,
তাহে বীর বীর-চূড়ামণি।
সুগিমাত্র শৌর্য্য সুখে, কীর্ত্তি-কথা মুখে মুখে,
যশঃসনে ভরিল ধরণী ॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয়, এছাড়া নারীর প্রিয়,
বল আর হয় কোন জন ?
ভুলিল মাণিক্য-মুক্তা, প্রেম-অনুরাগযুক্তা,
সাধু বর প্রাপণ মনন ॥
সেই দিন ফুলবনে, কহিল সঙ্গিনীগণে,
আপনার মন অভিলাষ।
নিরখিয়ে নীরধরে, চাতকীর মনোহরে,
গুপ্ত কভু রাখে কি উল্লাস?
ফুল্ল ফুল দৃষ্টি করি, কত ক্ষণ মধুকরী,
গুঞ্জরণে থাকে বা বিরত?
দ্বিজ-দলে চারুস্বরে, মধুময় গান করে,
প্রকাশ করিয়ে মনোগত ॥
কহে "সখি! শুন কই, মানস হরিল ঐ,
দিবা-দস্যু অনঙ্গ-কুমার।

"যেই রূপ গোত্র রটে, সেরূপ প্রকৃতি বটে,
মোহিল রে মানস আমার॥
"দেখি নাই হেন নীতি, সাধু হয়ে চোর-রীতি
নাম সাধু কার্য্যকালে চোর।
"শুনিয়াছি কত শত, যবনেরে করি হত,
বীর-রসে হয়েছে বিভোর॥
"হোক তাহে নাই ক্ষতি, রাজপুত্র যোগ্য র[illegible]
নারী-চিত্ত চুরী-ধর্ম্ম কিবা?
"ধন-চোর ভারি ভুরী, রজনীতে করে চুরী,
এর চুরী বিদ্যমানে দিবা"॥
শুনি বাক্য সুধাময়, কোন সহচরী কয়,
"সেকি গো ঠাকুর-কন্যা সতি?
"হয়েছে সম্বন্ধ তব, রাঠোরের বংশোদ্ভব,
সেইত তোমার ধর্ম্মপতি॥
"অন্য-পূর্ব্বা হবে বালা, জান না কতই জ্বালা
কুলে চড়ে কলঙ্কের দাগ।
"ধৈর্য্য ধর ধীরা ধীরে, মনেরে আনগো ফিরে
হর পর-বর-অনুরাগ॥"
কর্ম্মদেবী কন রোষে, "কে আমার কথা দো[illegible]
কিবা ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার!
"জন্ম মৃত্যু পরিণয়, এসব সামান্য নয়,
ইহা লয়ে চলিছে সংসার॥
"ইচ্ছামত মুনিগণ, কত মত বিরচন,
করিলেন প্রাণপণ করি।

"যুগে যুগে নিরন্তর, কেন তবে মতান্তর,
হয়ে থাকে কহ সহচরি?
"এই বা কেমন বিধি, পরিণয় সুখ-নিধি,
জাত প্রেম-পয়োধি-মন্থনে।
"নাহি দেখা পরস্পর, পর-পরিচিত বর,
উপজিবে প্রণয় কেমনে?
"দৈবাধীন সংমীলন, হয় বটে সংঘটন,
কোথাও না মেলে এক রতি।
"কেবল ধর্ম্মের ভয়ে, কুলবালা থাকে সয়ে,
কিন্তু দুঃখে দহে তার মতি॥
"রাহু-সহ শশী-কলা, করে কভু কেলী-কলা,
ভয়গ্রস্ত গ্রস্ত তার মুখে।
"মত্ত মাতঙ্গের প্রতি, কোমলা নলিনী সতী,
দেহদানে নাহি থাকে সুখে॥
"এ কুবিধি যদি সার, এই রূপ ব্যবহার,
অবাধে চলিত অবিরত।
"অন্যথা হইলে পর, অন্যপূর্ব্বা ঘর ঘর,
অসতী হইত কত শত॥
"ভীষ্মক-নন্দিনী সতী, চারু-মতি গুণবতী,
রামারত্ন রুক্মিনী রূপসী।
"শিশুপালে বরিবার, সম্বন্ধ হইল তাঁর,
দৈত্যে দান সুধার কলসী॥
"কৃষ্ণগত তাঁর প্রাণ, কৃষ্ণ-ধ্যান কৃষ্ণজ্ঞান,
কৃষ্ণে লিপি পাঠান গোপনে।

"বিবাহের দিনে হরি, আসি লয়ে যান হরি
দুষ্ট-দল পরাভূত রণে ॥
"শুন কই প্রাণ সই, তাঁর চেয়ে সতী কই,
দ্বাপরেতে ছিল বিদ্যমান।
"সাবিত্রী সীতার প্রায়, লোকে যাঁর যশ গ
রমা-রূপে যাঁহার সম্মান ॥
"শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান, শুনিয়ে হরিল জ্ঞান,
মানসে বরিলা যদুলাল।
"সেরূপ আমার প্রাণ, সাধুর সুযশ গান,
শুনে শুনে মুগ্ধ বহুকাল ॥
"আগে বরিয়াছি তায়, লাজ ভয়ে বাপ
মর্ম্ম কথা প্রকাশ না করি।
"পিছে রাঠোরের সনে, কিছার অশুভ ক্ষ
সম্বন্ধ হয়েছে সহচরি ॥
"রুক্মিনীর কৃষ্ণপ্রতি, গুণ শুনে মজে মতি,
শ্রুতি-পথে প্রণয় তাঁহার।
"আমি সুধু শুনি নাই, নয়নে দেখিছি তা
রূপ-সিন্ধু গুণের আধার ॥
"যে হোক সে হোক সই, মনে ধ্রুব জান
সাধু মাত্র মম প্রাণপতি।
"সাধু-ভিন্ন অন্য জনে, পতি-শব্দে সম্বোধ
না করিব আপনা অসতী ॥
"যদি অন্যে হয় স্বামী, জীবন তেজিব আমি
অথবা তেজিব নিকেতন।

"বিজন-বিপিন-মাঝে, ভ্রমিব যোগিনী-সাজে,
ভববৃত্ত করি উদ্যাপন॥
"আত্মহিত যজ্ঞ ভাঙ্গি, সাধুর মঙ্গল মাঙ্গি,
দিবানিশী করিব যাপন।
"বনচারী মৃগদল, নাহি জানে কোন ছল,
তারা হবে সহচর গণ॥
"অপার এ দুঃখ নদী, এর পারে নীতে যদি,
তোমাদের থাকে অভিলাষ।
"কহিলাম যেইরূপ, কহ গিয়ে যথা ভূপ,
কহ গিয়ে জননীর পাশ॥"
বলিতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা,
মূর্চ্ছাগতা, পতিতা ধরায়।
নিরখিয়ে সখীগণ, হইল চঞ্চল মন,
ভয়ার্ত্ত হরিণী-দল প্রায়॥
কেহ গিয়ে সরোবরে, অঞ্জলী বাঁধিয়ে করে,
আনিয়ে সলিল সুশীতল।
ললাটে সিঞ্চন করে, কেহ ঘ্রাণপথে ধরে,
অভিনব বিকচ কমল॥
কেহ যত্নে কোলে লয়, কেহ আনি কিসলয়,
বীজন করিছে ঘনঘন।
কেহ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, "উঠ সখি, চল ঘরে,
এ নহে তোমার সুশোভন॥"
দেখহ দৈবের কর্ম্ম, ধেয় নহে ধাতাধর্ম্ম,
ধরণী তাঁহার নর্ম্মস্থলী।

ভাব বুঝা বড় দায়, কেবা তার তত্ত্ব পায়,
দুরারোহ দুর্জ্জয়ে সকলি ॥
নব-প্রেমানল-জ্বালা, দহে নাহি সহে বালা,
মূর্চ্ছিতা হইলা উপবনে।
সাধু সেই সুসময়, আরোহণ করি হয়,
ভ্রমে বায়ু-সেবন-কারণে ॥
দিবসের অবসান, সন্ধ্যাকাল মূর্ত্তিমান,
অস্তগত হন দিনমণি।
ফুলবন-সন্নিধান, শুনিলেন মতিমান,
কামিনীর কলকণ্ঠ-ধ্বনি ॥
চপল যুবক মন, হেরিবারে আকুঞ্চন,
প্রাচীরের পাশে রাখে হয়।
করে তথা দরশন, নিপতিত ধরাসন,
স্বর্ণলতা মূর্চ্ছাগতা হয় ॥
চারিপাশে নববালা, যেন নক্ষত্রের মালা,
ঘেরিয়াছে পূর্ণ শশধরে।
এ উহার মুখ চায়, কেহ করে হায় হায়,
কেহ শিরে করাঘাত করে ॥
নিরখি অনঙ্গ-সুত, দয়ারসে দ্রবীভূত,
ঘোড়া তেজি উঠে সেইক্ষণে।
প্রাচীর লঙ্ঘন করি, যায় রায় ত্বরাত্বরি,
যথা কর্ম্মদেবী ধরাসনে ॥
তুরঙ্গ-রক্ষকে কয়, "যথাস্থানে লহ হয়,
বিলম্ব হইবে এইখানে।"

হেথা পুষ্প উপবনে, কুমার কুমারী সনে,
যা হইল শুন সাবধানে ॥
সাধুরে সহসা নিরখি তথা।
কাহারো মুখেতে না সরে কথা ॥
স্থগিত চকিত হইল তারা।
লাজেতে মুদিত নয়ন তারা ॥
কেহ বা সঘনে ঘোমটা টানে।
কেহ অধোমুখে কটাক্ষ হানে ॥
কেহ আধ আঁখি মেলিয়া চায়।
আধ-ফোটা নীল নলিনী প্রায় ॥
যেন হংসীদল মানস-সরে।
প্রদোষ সময়ে নিনাদ করে ॥
চতুরাননের বাহন-বরে।
সহসা নিরখি সে সরোবরে ॥
সকলে যেমন নীরব হয়।
সেরূপ হইল ললনা চয় ॥
দেখ দৈবাধীন সেই সে ক্ষণে।
চেতনা উদয় হইল মনে ॥
মাণিক্য-নন্দিনী মেলিল আঁখি।
যুগল চঞ্চল খঞ্জন পাখী ॥
চাহিতে সাধুরে হেরিয়া তথা।
আঁখি মুদি মনে কহিছে কথা ॥
এ কি হলো মোরে স্বপন-যোগ।
বিরাম বিরহ নিয়ত ভোগ ॥

নয়ন মুদিলে নিরখি যারে।
প্রকাশিলে পুন নেহারি তারে॥
অনঙ্গ-নন্দন অনঙ্গ-সম।
ক্ষণেক না ছাড়ে মানস মম॥
আতিথ্যের ফল ফলিল ভাল।
অতিথি হইল আমার কাল॥
আমার এদশা জানিত যদি।
ত্বরিত তরিত এদুঃখ নদী॥
কিছার আমি বা কেন বা লবে?
আমার কপালে এমন হবে?
তার রূপ গুণ সাগর-প্রায়।
আমি ক্ষুদ্র নদী-স্বরূপ তায়॥
কিন্তু তটিনীর সাগর পতি।
সিন্ধু বিনা নাহি তাহার গতি॥
এমন হবে কি আমার ভালে?
সাধনা সফল হবে কি কালে?
কিছুতে প্রতীতি না হয় হেন।
পর-করে আমি মরিব যেন॥
যাহারে মানস কভু না চায়।
কেমনে জীবন সঁপিব তায়॥
কেমনে তাহারে বলিব স্বামি?
সাধু পরিণীতা বনিতা আমি॥
এত ভাবি অতি কাতর তরা।
নয়নের জলে ভাসায় ধরা॥

ধৈরয-বন্ধন যাইল দূরে।
'সাধু সাধু' নাম বদনে স্ফুরে॥
　শুনিয়ে বিস্ময় যুবকরাজে।
বলে "আজি একি কানন মাঝে॥
"মোহিতা মহিলা ধরণী-তলে।
"নয়ন-নিরোধ নিদ্রা-ছলে॥
"যেন ধরাসনে নলিনী-দাম।
"কেনবা লইছে আমার নাম?
"আহা মরি এ কি মাধুরী-ছটা।
"রূপের বাণিজ্য-বহিত্র-ঘটা॥
"মাণিক-মণ্ডিত চরণ লাল।
"অধরে জ্বলিছে মাণিক-মাল॥
"দ্বিকর শোভিত লোহিত রাগে।
"পদ্মরাগ শোভে যুগল ভাগে॥
"দশন বিমল-মুকুতা-পাঁতি।
"কিবা সমুজ্জ্বল তাহার ভাতি॥
"অধর-অন্তরে শোভিত কিবা।
"মৃদু মৃদু মুক্ত মোতির ডিবা॥
"নিমীলিত আঁখি রতন নীল।
"পলকের দ্বারে দিয়াছে খীল॥
"চাঁচর চিকুর চামর জাল।
"চরণ অবধি শোভিছে ভাল॥
"তনুর সুরভি অগুরু-প্রায়।
"মধুপ মধুর মানসে ধায়॥

"বাহুতে গজেন্দ্র দশন বিভা।
"চন্দ্রকান্ত মণি হাসির নিভা॥
"প্রবালের ছড়ী অঙ্গুলী-দলে।
"কম্বুর কলনা নিরখি গলে॥
"কনক বরণী তরুণী চারু।
"কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু॥
"অপরূপ এই প্রমদা তরী
"যৌবন-সাগরে লোকন করি॥
"ইহার ধনিক বণিক কই।
"কহ না আমায় যতেক সই॥
"বিভ্রম ভূমীতে পতিত তরী।
"নাবিক-বিহীনা বিচার করি॥"
শুনি লাজ তেজি অনেক আলী।
কহিছে বচন মধুর-ডালী॥
"ও হে সুরসিক পথিক-বর।
"এ তরীর কথা শ্রবণ কর॥
"নানাবিধ নিধি লইয়ে ভরা।
"তেজি বাল্য-লীলা তটিনী ধরা॥
"প্রবেশে যৌবন-জলধি-জলে।
"প্রথমেই তাহে অশুভ ফলে॥
"চিত্ত নাম-ধর নাবিক-বর।
"বহুবিধ গুণে নিপুণ-তর॥
"ধৈর্য্য হালী করে ধরি কসিয়া।
"সুস্থির হৃদয়ে ছিল বসিয়া॥

"এমন সময় তস্কর এক।
"সাধুর স্বরূপ ধরিয়া ভেক॥
"নাবিকেরে বেঁধে গিয়াছে লয়ে।
"ভাসিছে তরণী অধিরা হয়ে॥
"সাধুনাম ধরে, প্রকৃতি চুরি।
"মুখে মধুক্ষরে হৃদয়ে ছুরি?
"তুমি কি তাহারে জান হে ধীর?
"কিঞ্চিৎ করনা উপায় স্থির॥
"অথবা নাবিক-বিজ্ঞান জান।
"বিপথ-বহিত্র কূলেতে আন॥
"তব প্রতি দিয়ে এগুরু ভার।
"আমাদের হেথা কি কাজ আর॥"

যেমন বচন অমনি কায।
অবাক্ হইল যুবক রাজ॥
গৃহপ্রতি সবে করিল গতি।
নূপুরের স্বরে জাগিল সতী॥
আখিবিখি তথা উঠিল বসি।
রাহু-মুখ-মুক্ত যেমন শশি॥
দেখিয়ে সঙ্গিনী সকলে ধায়।
নিকটে দাঁড়ায়ে নাগর-রায়॥
নাগরে নিরখি শীহরে হিয়া।
সহচরীদলে প্রবেশে গিয়া॥
নিরখি নায়ক যুড়িয়ে পাণি।
কহিছে মধুর রসাল বাণী॥

"কোথা যাও মধুরা বিধুরা হয়ে ভুমে ?
"শ্রম-জল ললাটে উদয় পরিশ্রমে ॥
"শিশির শীকরে সিক্ত সরসীজ প্রায় ।
"জলে স্থলে আজ এ কি শোভা হায় হায়
"উভয়ের এক দশা প্রদোষ-সময়ে ।
"হের হের হরিণাক্ষি সরসী-হৃদয়ে ॥
"হের তোমা নিরখিতে কুসুম-সকলে ।
"একে একে নয়ন মেলিল জলে স্থলে ॥
"অই দেখ নিরখিতে তব মুখ-শশি ।
"কুমুদ ঘোমটা খুলে সলিলে প্রেয়সি ॥
"অই দেখ মল্লিকা যুথিকা থরে থরে ।
"হাসিতেছে ভাসিতেছে সুখের সাগরে ॥
"অই শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বহে ।
"মৃদুস্বরে মনের উল্লাস বুঝি কহে ॥
"অথবা সুরভি তব হরণ-কারণ ।
"চোর-প্রায় চুপি চুপি চলিছে পবন ॥
"এ সকলে পরিহরি যাইবে কোথায় ।
"উচিত না হয় তব, শোভা নাহি পায় ॥
"যার প্রসন্নতা-লাভে লুব্ধ এত জন ।
"প্রত্যাহার তার পক্ষে না হয় শোভন ॥
"কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর বসি এই স্থলে ।
"তোমার সেবায় তৃপ্ত হউক সকলে ॥
"আর শুন চারুশীলে মম নিবেদন ।
"তব প্রসন্নতা-লুব্ধ আর এক জন ॥

"বীরতা বনিতা তার ছিল এত কাল।
"সেই রস তার কাছে পরম রসাল॥
"সেই মাত্র বরণীয়া শরণীয়া তার।
"কিবা দিবা বিভাবরী বিনোদ বিহার॥
"আজ এই শুভক্ষণে সেভাব বিগত!
"নবভাব আবির্ভাব, সুখী তাহে কত॥
"তোমারে নিরখি ধন্য মানিলেক মনে।
"বীরতার প্রেমডোর ছিন্ন এইক্ষণে॥
"একগতে যতকিছু আছে মধুরতা।
"তুমি তার সারময়ী ওহে স্বর্ণলতা॥
"সে মাধুরী সুধা তব নয়নে অশেষ।
"কটাক্ষে তাহার হৃদে করিল প্রবেশ॥
"তেমন অমিয় নহে কভু আস্বাদিত।
"একেবারে মানস হইল উন্মাদিত॥
"মাতাইয়ে কোথা যাও, কেমন এ দয়া।
"কর ঘোর নিবারণ ভূপতি-তনয়া॥"
শুনি কথা নম্রমুখী অধিক লজ্জিতা।
বিবাহ-বাসরে যথা বালকসজ্জিতা॥
সহচরীগণ-মাজে করিল প্রয়াণ।
শ্যেন-ভয়ে ভীতা কপোতিনীর সমান॥
শাবাশ্ চতুরা ধীরা, শাবাশ্ চাতুরী!
শাবাশ্ সময়-গুণ, শাবাশ্ মাধুরী!
মানস-মাঝারে প্রেম নির্ঝর উথলে।
কি সাধ্য নয়ন-পথে প্রবাহ নিকলে॥

লজ্জা তার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে বটে।
ফিরে যায় প্রেম-স্রোত মনের নিকটে॥
লুকাইতে লাজভয়ে নয়নের জ্বালা।
তাই বুঝি অধোমুখে রহে কুলবালা?
হায়রে বয়স্ সন্ধি সুখের সময়!
আর কি সময় আছে হেন রসময়?
লজ্জাসহ প্রণয়ের হয় হাতাহাতী।
যথা প্রাতে তমোসহ তপনের ভাতি॥
ক্রমে যত তেজ বৃদ্ধি হয় ভানু করে।
ততই তিমির-চয় বিগত অন্তরে॥
পরিশেষ পরিপূর্ণ প্রভার বিজয়।
সেই রূপ লজ্জাগতে প্রেমের উদয়॥
ফলে যথা তিমির মিহির ছাড়া নয়।
লজ্জা-সহ প্রণয়ের সেই ভাব হয়॥
উভয়ের রাজধানী সতীর হৃদয়।
হায়রে বয়স্-সন্ধি সুখের সময়!
স্মরিলে সে সুখময় রূপের যৌবন।
নেচে উঠে যুবাপ্রায় প্রাচীনের মন॥
ক্ষণেক জড়িমা শূন্য জরতীর দশা।
স্থবিরা যৌবনমদে হয় মদালসা॥
কিন্তু সে অসার সুখ স্বপনের প্রায়।
চেতনায় কেবল যাতনা বৃদ্ধি পায়॥
হায় বিড়ম্বনা যেন নীহারের হার!
দেখিতে দেখিতে ভানু-কিরণে সংহার

হেথা শুন সমাচার সঙ্গিনী-সদনে।
কৰ্ম্মদেবী দাঁড়াইলে বিনত বদনে॥
সাধু সম্বোধনে কহে এক সহচরী।
শারিকা তাহার নাম প্রগল্‌ভা সুন্দরী॥
"কেমন এ বীর-ধৰ্ম্ম বুঝিতে না পারি।
"কোথা শৌর্য্য? শূর হয়ে চৌর্য্য অধিকারী॥
"অবলা সরলা বালা ঠাকুর-দুহিতা।
"চিত চুরী করিলে হে, করিলে মোহিতা॥
"পিছে একি চমৎকার বীরের লক্ষণ।
"কি সাহসে করিলে হে প্রাচীর লঙ্ঘন?
"কুলবালা-প্রমোদ-কানন-স্থল এই।
"ইথে যে পুরুষ আসে, অবিনয়ী সেই॥
"ভূপজার ভাবান্তর করিলে লোকন।
"এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করহ শ্রবণ॥
"এইক্ষণে ভূপতি সমীপে কর গতি।
"আতিথ্য-দক্ষিণা চাও করিয়া বিনতি॥
"এমন দক্ষিণা আর কে পায় কোথায়?
"কুবেরের সর্ব্বস্বে সমতা নাহি পায়॥
"যাও যাও যুবরাজ, ত্যজ এ সমাজ।
"ত্যজ লাজ, যদি চাও সাধিতে স্বকায॥"
"সাধু কন, "বীর-ধৰ্ম্ম আছে কি না আছে।
"রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে॥
"শুনি নাই হেন রীতি অভিজ্ঞ যে জন।
"প্রার্থনা করিয়া করে দক্ষিণা গ্রহণ॥

"গৃহী যেই করে সেই দক্ষিণা প্রদান।
"সর্ব্বত্র সুনীতি এই, বেদের বিধান॥
"তোমাদের এদেশে সকলি বিপরীত।
"প্রার্থনা বিরহে নহে দক্ষিণা বিহিত॥
"পতঙ্গ মাতঙ্গ মীন কুরঙ্গ প্রভৃতি।
"রূপ গন্ধ রস রবে প্রমত্ত প্রকৃতি॥
"কুরঙ্গ স্বরূপ আমি ভ্রমি সুখবনে।
"সহসা বিনোদ-ধ্বনি প্রবেশ শ্রবণে॥
"মোহিত করিল মন মনোহর স্বরে।
"মত্ত হয়ে আইলাম কুঞ্জের ভিতরে॥
"সুধাস্বরে ছিল সুধু প্রমত্ত শ্রবণ।
"হেরি অপরূপ রূপ মাতিল নয়ন॥
"যথা সরসীর জল কম্পন-সময়।
"পদ্মবন-প্রকম্পন ঘন ঘন হয়॥
"শ্রুতি আঁখি মাতিল, মাতিল তাহে মন।
"করিলাম ভিক্ষু-প্রায় প্রাচীর-লঙ্ঘন॥
"দাতা-দ্বারে দাঁড়াইয়া দীন দীর্ঘাশয়।
"ভিক্ষা করি আশা যদি পূর্ণ নাহি হয়॥
"তবে আর কি কায এস্থানে অবস্থান?
"বিমুখ অতিথি করে স্বস্থানে প্রস্থান॥"
এতবলি করে সাধু পূর্ব্বপথে গতি।
নিরখি নৃপতি-বালা সচঞ্চলা অতি॥
শারিকারে সম্বোধিয়ে কহেন বচন।
"আলো আলি কি করিলি কহনা এখন॥

" অবিনয়ে নাথের করিলি ভাবান্তর।
" হায় হায় ভাবনায় অস্থির অন্তর॥
" অঙ্কুরিত প্রেম-তরু এমন সময়।
" আঘাত করিল প্রভঞ্জন অবিনয়॥
" অঙ্কুরে আঘাত পেয়ে বুঝি হয় নাশ।
" কি হবে নাহিক আর আশ্বাসে বিশ্বাস॥"
মদালসা কহে " শুন ঠাকুর-কুমারি।
" কুমারের এক বাক্যে আশা আছে ভারি॥
" কহিলেন বীর বৃত্তি-আছে কি না আছে।
" রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে॥
" শুনিয়াছি কল্য-প্রাতে হবে ঘটাঘোর।
" দেখাবেন নানা শিক্ষা তব মনোচোর॥
" কয় দিন মহাধুম হয় এ নগরে।
" সুসজ্জিত রঙ্গ-ভূমি হয়েছে প্রান্তরে॥
" দেশ দেশ থেকে কত আসিতেছে বীর।
" বনাশ বিপাশা কিবা নর্ম্মদার তীর॥
" সবে বলে এই কথা, রঙ্গভূমি-স্থলে।
" জয়লব্ধ হবে সাধু শিক্ষার কৌশলে॥
" শুনিয়াছি, অন্তঃপুরে আছে নিমন্ত্রণ।
" মহিষী যাবেন তথা সহ স্বীয়গণ॥
" সাধু প্রতি যদি তব একান্ত হৃদয়।
" সেই স্থলে সেভাব প্রকাশ যোগ্য হয়॥
" বিজয় লভিলে বীর ওগো বীর বালা।
" সভা সাক্ষি করি তাঁরে দিও বরমালা॥

"ইথে অসদৃশ কিছু না হবে ঘটন।
"বীরত্বের পুরস্কার মাল্য-সমর্পণ॥"
শুনি "ভাল ভাল" বলি সবে দিল সায়।
চলিলেন চারুশীলা বিশ্রাম-শালায়॥
"হে পথিক! বিভাবরী অর্দ্ধগত হয়।
"হইয়াছে বিশ্রামের সুখদ সময়॥"
এত বলি যন্ত্র পরিহরে কবিবর।
শ্রোতৃগণ নিদ্রাদেবী পূজায় তৎপর॥
ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

অপূর্ব্ব হইল শোভা প্রভাত-সময়।
বলীচক্রে উপনীত বহু লোক চয়।
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে।
সমধিক অবস্থিত চরণ নির্ভরে।
একধারে মঞ্চোপরে পুরনারীগণ।
জিনিয়ে কুসুম-কুঞ্জ অপূর্ব্ব শোভন।
বিকচ-কমল-দল-গর্ব্ব খর্ব্ব করি।
হাস্য মুখে সুখে বসি সকল সুন্দরী।
বিকশিত ইন্দীবর নয়নে নয়নে।
মদ-ভরে চল চল প্রভাত-পবনে।
বাড়াইতে তার রাগ কি কায কজ্জলে।
অভিমানে দলিত অঞ্জন তাইস্থলে।

বাঁধুলী ফুটিছে কত অধরে অধরে।
তাম্বূলের সাধ্য তাহে রক্তিমা বিতরে?
কোথা বা প্রফুল্ল মুখ মন্দ হাস্যমান।
শুচিস্মিত বিকশিত কিংশুক সমান।
কত কুন্দ কুটজ-কোরক-বিমোহন।
বিমল দশন রুচি রুচির দর্শন॥
কাহারো কপোল-প্রভা জিনি নব জবা।
অর্ঘলোভে লুব্ধ মনোভব মনোভবা॥
কঞ্চুক-বসনে ঢাকা কুচ-সরোরুহ।
হরিত পল্লবে বদ্ধ পদ্মকলি-ব্যূহ।
কিবা অঙ্গ আভা মরি কি সৌরভ তার!
কে আর গৌরব করে কেয়ার পাতার?
নিরমল সে আভায় আঁখি মনোভায়।
চেলিকার কিবা সাধ্য ঢেকে রাখে তায়॥
লঘু নীরধরে কভু ইন্দু থাকে ঢাকা।
জলদে করিয়ে ভেদ অবতীর্ণ রাকা।
সবে অবগুণ্ঠবতী কিবা শোভা তায়।
নীরধির নীলজলে ইন্দুছায়াপ্রায়।
পবন-হিল্লোলে দোলে বসনের ফাঁদ।
ঝলমল ঢলঢল নিরমল চাঁদ॥
নানা ভঙ্গিযুতা যত অনঙ্গ-ভঙ্গিণী।
রহস্য-কৌতুক-কলা-রসেতে রঙ্গিণী।
কেহ বেণীহস্তা, কেহ ব্যজনী হেলায়।
কেহ শিশুসহ মত্ত বিনোদ খেলায়॥

কোন ধীরা অতি-ধীরা বিরলে বসিয়া।
একদৃষ্টে দেখে সভা, শিরে হাত দিয়া॥
আসিবে নায়কবর আছে সমাচার।
ধিয়ায় চাতকী সম আগমন তার॥
জাতী যূথী মল্লিকা মালতী গাঁথি হার।
বিজড়িত তাহে চারু কবরীর ভার॥
প্রিয়-চিত্তে বাড়াইতে উৎসাহ লহরী।
আনিয়াছে ফুল-হার যত্নে শিরে ধরি॥
বলীচক্রে বীরের বীরত্ব-প্রদর্শন।
করিবে নায়ক-শিরে কুসুম-বর্ষণ॥
অন্যধারে বার দিয়ে ঔরিণ্ট-ঈশ্বর।
দলে বলে, উপবিষ্ট যেন পুরন্দর॥
কুলদেব ভানুর গরিমা অভিজ্ঞান।
উঠেছে কনক চাঙ্গী তপন সমান॥
ধরেছে আড়ানী যার 'কিরণীয়া' নাম।
প্রভাত-কিরণে জ্বলে কত রত্ন-দাম॥
ব্যজনী হেলায় পাশে কোন অনুচর।
কবি কহে কবিতা বানয়ে বহুতর॥
বন্দী করে স্তুতিবাদ বংশ বাখানিয়া।
বিনোদক কহে কথা সময় জানিয়া॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়ামী বাক্যের কত ছটা।
থেকে থাকে জেঁকে উঠে হাস্যরস-ঘটা॥
বসিয়াছে মন্ত্রিগণ নিজ নিজ স্থানে।
গম্ভীর সুধীর ভাব চিত্ত একতানে॥

প্রসন্ন প্রকৃষ্ট নেত্র মৃদু হাস্যধর।
লোলিত শ্মশ্রুর ভার বক্ষের উপর॥
উন্নত বিপুল মৌলী, বীরবৌলী কাণে।
ধ্যান দেখি বোধ হয় পরিণত জ্ঞানে॥
আর আর পারিষদ বসিয়া সকলে।
তার অন্তে পদাতিক খাড়া দলে দলে॥
আসা অসি খঞ্জর পরশু ভল্ল শূল।
শির টেড়া তাহে বেড়া লোহিত দুকূল॥
অদূরে দাঁড়ায়ে শত মত্ত করিবর।
শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে করে ঘোর স্বর॥
মহাতেজী তাজী বাজী, সাজি নানা সাজে।
ঘন ঘন হ্রেষা রব করে সভামাজে॥
থাকিথাকি মারে ঝাঁকি কর্ণ করি খাড়া।
ঘাড় তুলে উঠে ফুলে বুকে দিয়ে চাড়া॥
মৃগয়া আখেট রণে অতি হৃষ্ট কায়।
স্থির ভাবে থাকিতে ক্ষণেক নাহি চায়॥
কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ সারি২ উট।
চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই দেয় ছুট॥
কদাকার রূপ বটে, গুণে নাই ত্রুটি।
দূরগতি তুলনায় নাহি যার যুটি॥
প্রচণ্ড প্রতপ্ত পয়োবিহীন প্রদেশ।
ভানুতেজে রেণু ক্ষেত্র কৃষাণু বিশেষ॥
বহে তাহে ঘোর বায়ু কালান্তের কাল।
জগতে পদার্থ হেন কি আছে ভয়াল?

পরশনে তনুজ্বলে ইন্ধন সমান।
ক্ষণমাত্রে ওষ্ঠাগত ছট্‌ফট্ প্রাণ।
কোথায় 'সিরক্কো' কোথা 'লূহ্' নামধর।
মহাতেজে মরুদেশ শাসনে তৎপর।
হায় সেই ভূতশ্রেষ্ঠ জগতের প্রাণ।
যে হয় সুরভি ঘ্রাণ প্রদান-নিদান।
জীবগণ জ্বরজ্বালা শ্রান্তি ক্লান্তি হর।
মলয় অচলে যেই রহে নিরন্তর।
তার পুনঃ একি ভাব, স্মরণেতে ভয়।
পরশনে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয়।
হেন ভীম-প্রভঞ্জন প্রভাব প্রদেশ।
ছায়া জল; তৃণ দল, নাহি মাত্র লেশ।
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালা মৃত্যুর কিঙ্করী।
মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী।
হেন দেশে অনায়াসে ভ্রমণে নিপুণ।
পশু মধ্যে উট তুল্য কার আছে গুণ?
নিরাহারে নিরলস গমনে নিবেশ।
তিন দিন নিরম্বু উপাসে নাহি ক্লেশ।
অতি দূরে প্রান্তরের থাকে জলাশয়।
সেইদিগে ধায় যদি পান ইচ্ছা হয়।
ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে।
দূরে থেকে বারিগন্ধ নাসাতে প্রকটে॥
আর এক অনুজ্ঞান অতি চমৎকার।
না হইতে সিরক্কোর প্রবাহ ইহার॥

জানিয়া আগত তায় মুদিয়া নয়ন
চরণ প্রসারি করে ধরায় শয়ন ॥
যতক্ষণ প্রভঞ্জন শান্ত নাহি হয়।
ততক্ষণ স্তব্ধভাবে ধরাসনে রয় ॥
বহিয়া যাইলে বায়ু জানিয়া সময়।
পূর্ব্বমত প্রয়াণে প্রবৃত্ত পুনঃ হয় ॥
হায় হেন কুৎসিত আকারে এই মত!
অপ্রতিম অসীম সদ্গুণ থাকে কত!
এইরূপ কতরূপ করি আড়ম্বর।
দ্বার দিয়ে বসিয়াছে ওরিণ্ট ঈশ্বর ॥
করিপৃষ্ঠে নৌবৎ বাজিছে সুধাময়।
গুড়ু গুড়ু গরজিত নাকারা-নিচয় ॥
সানায়ের কিবা ধ্বনি, কিবা তান তায়!
করিছে ভৈরবী টোড়ী প্রভৃতি আদায়!
হৃদয় উদাস করে মধুর আলাপে।
সন্তান শোকার্ত্ত ক্ষান্ত ক্ষণেক বিলাপে ॥
বাজিছে তাহার সাজ, ঝাঁজ সাতে সাতে
বিরামের ছেদ-ভেদ, মন মাতে তাতে ॥
অন্যধারে জনতার নাহি পরিশেষ।
মানবী-অটবী প্রায়, নাহি শূন্য লেশ ॥
সুশোভিত শিরস্ত্রাণ প্রকার প্রকার।
ঊর্দ্ধথেকে দৃষ্ট হয় যেন একাকার ॥
মাঝে মাঝে রথচয় পতাকা ভূষিত।
চূড়োপরি রতন বল্লরী বিলসিত ॥

লোহিত উষ্ণীষ শিরে, অঙ্গে অঙ্গরাখা।
দুদিগে উড়ানী প্রান্ত, যেন দুই পাখা॥
বসিয়াছে রথীগণ, গোঁফে দিয়ে চাড়া।
আশে পাশে তাম্বূলী, তাম্বূল লয়ে খাড়া॥
মদক মোদক লয়ে ফেরে ফিরি ঘুরি।
বরফী, অমৃত্তী, পেড়া, ঘিওর, কচুরী॥
কৌড়িররূপ রেউড়ী পিউড়ী সুন্দর।
শফরীর ঝাঁক যেন শোভে স্তরে স্তর॥
খেলনা বিক্রেতা, লয়ে বিবিধ খেলনা।
কুটুম্বিনী সমাজে করিছে আনাগণা॥
মাটিতে রচিত মল্ল, মল্ল-সহ খেলে।
সমাদরে ক্রয় করে ক্ষত্রিয়ের ছেলে॥
কোথা বা আসিক-সহ আসিকে লড়াই।
ভঙ্গিদেখে বোধ হয়, করিছে বড়াই॥
যেদেশে যেরূপ বৃত্তি, সেই রূপ মতি।
সেই রূপ ক্রীড়ারস, সেই রূপ রতি॥
শৈশবহইতে সেই দিগে চিত্ত ধায়।
অন্যরস; অন্যরূপ ক্রীড়া, নাহি চায়॥
যথা, বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী।
নারীপ্রিয় কেলীকলা, কৌতুক বিলাসী॥
শিশুর পুতুলে, দেখ আভাস তাহার।
কামকলা, ছলা, তাহে প্রত্যক্ষ প্রচার॥
পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহু বহু কেলী।
নিতান্ত কৈশোরে যত বাল বালা মেলি॥

কিরূপে পৌরুষপথে যাইবে বালক।
তামাক খাকুয়া বুড়া, প্রিয় খেলনক!
পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্থ চায়।
সেই মত দেখহ শিশুর খেলনায়॥

ধারে ধারে বসিয়াছে শস্ত্রের আপণ।
স্তূপে স্তূপে সুসজ্জিত নানা প্রহরণ॥
যুবাগণ ক্রয় করে করি নির্ব্বাচন।
কেহ লয় লৌহ-জাল-ময় সন্নহন॥
কেহ লয় শিরোহী, ভুজালী ভয়ঙ্কর।
চকমক, ঝকমক, করে নিরন্তর॥
কেহ লয় ক্ষিপ্র খাঁড়া অতি খরতর।
কেহ লয় খঞ্জর পঞ্জর বিদ্ধকর॥
কেহ লয় কৃষ্ণাজিন পটুকা কবচ।
খড়্গী চর্ম্মে রচা ঢাল বেচিছে স্বপচ॥
তদুপরে শোভে স্বর্ণ-বল্ল অনুপম।
রতনে রচিত কত ছবি মনোরম॥
শার্দ্দুলের কৃত্তি বিনির্ম্মিত উপানহ।
দংশিলে দশন-ভ্রষ্ট ভীষণ বরাহ॥
আর আর কত দ্রব্য, কত সব নাম।
রাজপুত-প্রিয় অস্ত্র শূলপী বল্লাম॥
এই মত কত মত যুদ্ধ-আয়োজন।
রাজস্থানে, ক্রয় করে যত যুবা-জন॥
আসিয়াছে বন্দীচক্রে দেখিতে তামাসা।
মুখে মুখে, বীরত্বের ব্যাখ্যান সম্ভাষা॥

সাধুর চরিত্র-কথা কহে কত জনে।
কেহ বলে হেন বীর, না দেখি নয়নে ॥
আসিয়াছে দলে দলে কত রাজপুত।
বীর-মদে মাতয়ালা, নানা-গুণ যুত ॥
কারবারে সাধু-সনে বলের পরীক্ষা।
দেখাইবে নিজ নিজ সামরিক দীক্ষা ॥
দূরতর দেশথেকে আসিয়াছে সবে।
আরোহণ করি তুরঙ্গম মনোজবে ॥
বীকানের, আজমের, মের্তা, মাড়বার।
হারাবতী, যদুবতী, আর নীরবার ॥
আধুনিক মাচ্ছেরী, প্রাচীন মৎস্য দেশ।
জন্মে যাহে রত্নশিলা বিশেষ বিশেষ ॥
কৃষ্ণগড়, কেরলী, মিবার মিষ্টবাদা।
ঢোলপুর, জয়পুর, যোধপুর, আদি ॥
মাণিক্য তোষেন সবে যোগ্য সমাদরে।
বিন্দুমাত্র স্থান নাই ওরিণ্ট-নগরে ॥
পড়িয়াছে ডেরা ডাণ্ডা যেখানে সেখানে
গীত, বাদ্য, মহোল্লাস সারঙ্গের তানে ॥
আসিয়াছে কত মল্ল, কত লব নাম।
মালসাট, কতনাট, করে অষ্ট যাম ॥
বীরধটী কটিতটে গায়ে রঙ্গ-রজ।
কুম্ভতনু, কিবা স্থাণু, কিবা মত্ত গজ ॥
স্থলপদ্মাকার আঁখি ঈষৎ লোহিত।
অরুণ উদয়-কালে যেরূপ শোভিত ॥

এক ভাগ লাল, অন্য ভাগ শ্বেতোজ্জ্বল।
শারদী উষায় কিবা শোভা নিরমল!
চটাপট্ পট্‌পট্ বাহুর আস্ফোটে।
কেঁপে উঠে বসুমতী পতনের চোটে॥
ঘূরায়ে মুগুর মারে বক্ষের উপর।
দেখিলে ভীরুর হয় সভয় অন্তর॥
এই রূপ মল্লসব আসিয়াছে সেজে।
আছে খাড়া, শির টেড়া, বিক্রমের তেজে॥
আসিয়াছে মল্ল-যোদ্ধা নিজ নিজ দলে।
বন্ বন্ ভাঁজে ভল্ল ভীম্ম ভুজবলে॥
ঘূরায়ে ছুড়িয়ে ফেলে অম্বর উপরে।
চকিতে লখিতে পুনঃ লুফে লয় করে॥
আসিয়াছে শর-যোদ্ধা বিচিত্র সন্ধায়ী।
হেন ভঙ্গী যেন অতি শৌর্য্য-রসপায়ী॥
সবে সব্যসাচী সম সন্ধানে নিপুণ।
উভয় কন্ধরে প্রলম্বিত দুই তূণ॥
নানা রূপে বিরচিত শরের ফলক।
কোন শরে যেন অর্দ্ধ-চন্দ্রের ঝলক॥
কোন শর-মুখ যেন ভুজঙ্গ-রসনা।
গরলে মণ্ডিত তনু বিষম ভীষণা॥
কোন শর-মুখ, হর-ত্রিশূল-আকার।
কোন শর, ইন্দ্রের আয়ুধ-অবতার॥
মাহিষ বিষাণে বিনির্ম্মিত ধনুচয়।
গুণদেয়া, বহুগুণ ভিন্ন সাধ্য নয়॥

আসিয়াছে আসিক, আসন তুরঙ্গমে।
লক্ষ্যভ্রম, কোন কালে, নহে কোন ক্রমে॥
প্রমথেশ-প্রমদা পূজিত প্রহরণ।
দিনকর-দ্যুতি প্রায় অতি সুশোভন॥
যত খড়্গী পৃষ্ঠে, ঝুলে খড়্গ চর্ম্ম ঢাল।
অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, সেই বিষম করাল॥
বীরবৃন্দ দাঁড়াইল, নিজ নিজ স্থলে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা, পরীক্ষা সদনে॥
সেই স্থানে, অন্যের গমনে বিধি নাই।
প্রভু-পাশে, পভুগণ * প্রস্থিত সদাই॥
এমন সময়ে দুই রণ-বাদ্যকর।
করে করি দুই তুরী হৈল অগ্রসর।
ক্ষেত্রকর্ম্ম-বিধানে সঙ্কেত করে তায়।
অতিদূরে তুরীর নিনাদ দ্রুত ধায়॥
কোলাহল কল্লোল হইল তাহে স্থির।
শুনি শব্দ স্তব্ধ প্রায় সকল শরীর॥
হয় চয় শুনে তাহা, কর্ণ করি খাড়া।
আর কি স্থগিত থাকে, পেলে পরে সাড়া॥
প্রথমত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হয়।
মল্ল-ভূমে দুই বীর হইল উদয়॥

* ইয়ুরোপীয় নাইট-নামধেয় বীর-পুরুষদিগের সেব চর্য্যায় যেরূপ ভদ্র সন্তানেরা বীর-বিহিত কার্য্যাদির শি তেন, ভারতবর্ষে রাজন্য কুলেও এই রূপ প্রথা ছিল। বস্থায় বিরাট সন্তানেরা পভুনামে বিখ্যাত হইতেন।

এক দিগে সাধু, অন্য দিগে যোধা-মল্ল।
গরজিয়ে এলো যেন কেশরী-যুগল॥

মাল ঝাঁপ।

কে ভাল, আঁখি লাল, কি করাল মূর্ত্তি।
মহাকায়, করি-প্রায়, যেন পায় স্ফূর্ত্তি॥
চলে যায়, পদ-ঘায়, বসুধায় কম্প।
কভু ধায়, চায় চায়, মেরে যায় ঝম্প॥
টিট্‌কার, চীৎকার, শীৎকার, ক্রোধে।
গর গর, কলেবর, পরস্পর-রোধে॥
জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে।
লুটপুট, দেয় ছুট, কালকূট নেত্রে॥
মাতামাতী, হাতাহাতী, যেন হাতী, দ্বন্দ্ব।
করে জোর, মহা শোর, হয় ঘোর স্পন্দ॥
যথালক্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গণ্ডে।
নাহি তণ্ড, ঘেরি মণ্ড, যুঝে পণ্ড দণ্ডে॥
নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন স্বেদ অঙ্গ।
দুই মাল, যেন কাল, নাহি তাল ভঙ্গ॥
হাঁস ফাঁস, বহে শ্বাস, শুনি ত্রাস লাগে।
দুই জন, পরায়ণ, বাহু-রণ-রাগে॥
দুজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে।
করে জারি, ভুরি ভারী, ধেয়ে চারি ভিতে॥

কত রোক, বড় ঝোঁক, দেখে লোক, বৃন্দে।
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় নিন্দে॥
এই মত, নানা মত, প্রতি হত, কালে।
সাধু ধরি, নিজ অরি, ধরা পরি টালে॥
যেন ঝড়ে, নড়ে চড়ে, জোরে পড়ে শাল।
তার প্রায়, লম্বকায়, পড়ো যায় মাল॥
যোধাশূর, দর্প চূর, যত ভূর, ভঙ্গ।
হরি হরি! ধ্বনি করি, সভা ভরি রঙ্গ॥
হুহুঙ্কার, চীৎকার, বার বার লম্ফে।
সিংহাকার, অবতার, সাধু তার বক্ষে॥
ধরে ঘাড়, দেয় চাড়, বুঝি হাড়, ভাঙ্গে।
ছল ছল, চক্ষে জল, নাহি বল, জাঙ্গে॥
ধড় ফড়, করে ধড়, মারে চড়, ভারী।
নাসিকায়, রক্তধায়, বহুধায়, হারী॥
হারিলেক যোধা মল, দেখিল সকলে।
জয় জয় জয় শব্দ হয় সভাস্থলে॥
দণ্ডবৎ নাকে খৎ দিয়ে সাধু পদে।
হেট মুখে যায় মল্ল, হীন বীর-মদে॥
যেন করি কর্দ্দমে পড়িয়া, নত শিরে।
মন্থর গমনে বনে যায় ধীরে ধীরে॥
নাহি চায় পশ্চাতে, না চায় অগ্রভাগে।
আপনার অপমান মনে মনে জাগে॥
মল্লযুদ্ধ পরে সাধু গিয়ে নিজ দলে।
কিছুকাল বিশ্রাম করিল যথাস্থলে॥

পুনরায় সাজিয়ে আইল অশ্বোপরে।
সুশোভন শরাসন, ধনু ধরি করে॥
হেম ভস্ম বিনির্ম্মিত কবচ পিধান।
ভানুকরে জ্বলে যেন অনল-সমান॥
কিবা শিরে শিরস্ত্রাণ ইন্দুধনু ছটা।
পৃষ্ঠে অসীচর্ম্ম, যেন জলধর ঘটা॥
পুনরায় তূরী-শব্দ হয় রঙ্গ-ভূমে।
উন্দ ধুন্দ ধুন্দমারী মহা ধাম ধুমে॥
মনে হয়, এই বলে "কে আছ এস্থলে।
সাধুসহ শরশিক্ষা দেখাও সকলে॥"
তূরীনাদ-শেষে, এলো এক বলবান।
নামেতে অর্জ্জুন সিংহ, অর্জ্জুন সমান॥
প্রথমত শর কাটাকাটী ঝাঁকে ঝাঁকে।
দুই বীর ঘোরে তথা শত শত পাকে॥
এ মারে উহারে শর, স্থির লক্ষ্য করি।
প্রতিপক্ষ কাটে তাহা অম্বর-উপরি॥
অমনি সন্ধান পুন করি সেই জন।
বরিষণ করিতেছে কত প্রহরণ॥
কটাকট্ কাটাকাটী, অগ্নি উঠে তায়।
জয়াজয় কিছুই না স্থির বুঝা যায়॥
পরিশেষ, লক্ষ্য এক হল্যো নিরূপিত।
স্তম্ভোপরি জলপূর্ণ পাত্র-আরোপিত॥
সলিলে ভাসিছে এক প্রফুল্ল কমল।
নয়নে না দৃশ্য হয় সেই শতদল।

শত হস্ত অন্তরেতে সন্ধান লইবে।
পাত্র ভেদ পরে লক্ষ বিন্ধিতে হইবে॥
প্রথমে অর্জ্জুন সিংহ করিল উদ্যম।
ভৃঙ্গার হইল ভঙ্গ, লক্ষ্যে হলো ভ্রম॥
স্তম্ভ বেয়ে, কমল কমল সহ ছুটে।
হো হো করি, জনারণ্যে হাস্যরস ফুটে॥
লজ্জা-নম্র-মুখ, বীর হৈল সভাস্থলে।
অর্জ্জুনের নামের কলঙ্ক সবে বলে॥
পুনরায়, পূর্ণ পয়ঃপাত্র প্রস্থাপিত।
পুনরায়, পদ্মপুষ্প তাহে আরোপিত॥
শত হস্ত দূরে, সাধু মারিলেক তীর।
বিঁধিল বারিজ ছেদী ভৃঙ্গার শরীর॥
না ভাঙ্গিল ভাজন, না পড়ে বিন্দু নীর।
"ধন্য ধন্য ধন্য সাধু" কহে যত বীর॥
হেন মতে হৈল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
প্রখর হইল আসি দিনকর-কর॥
তপনের তাপনে তাতিল বসুমতী।
ক্রমে ক্রমে মন্দগতি প্রাপ্ত সদাগতি॥
মুমূর্ষুর প্রাণবায়ু সদৃশ লক্ষণ।
মন্দীভূত মাত্রাকৃত হয় প্রতিক্ষণ॥
হইল বিক্লব ভাব রমণী-সদনে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু উদয় বদনে॥
প্রভাতের পদ্মপাতে নীহারের হার।
আহা মরি মরি কিবা মাধুরী তাহার॥

শুখায়েছে সুধাধর লোহিত অধর।
ভানুকরে যথা ভূচম্পক পুষ্পবর॥
তথাপি কিঞ্চিৎ শ্রান্তি অনুভূত নয়।
বলিচক্র-প্রতি সবে স্থির নেত্রে রয়॥
মহা কৌতূহল মনে, একাগ্র অন্তর।
বীরত্ব বিক্রম, করে নয়ন-গোচর॥
সেই রসে সুরসিকা সকল মহিলা।
পরাক্রমে, এক এক প্রমদা প্রমীলা॥
বীরত্ব-বিহীন, রূপে রতিপতি প্রায়।
হেন জনে, কটাক্ষে কদাচ নাহি চায়॥
অপূর্ব্ব সাধুর শিক্ষা দেখিছে সকলে।
শোভিছে কুমার সম রঙ্গভূমি স্থলে॥
তারকা অসুর প্রায় পরাক্রমযুত।
কত কত প্রতিযোগী, হৈল পরাভূত॥
চাচিক চৌহান সঙ্গে অপূর্ব্ব কৌশল।
দুই বীর ঊর্দ্ধ শির প্রচণ্ড প্রবল॥
অসী হস্ত দুই মস্ত অশ্বে আরোহণ।
ঘন পাকে বলিচক্রে করিছে ভ্রমণ॥
মাথায় ঘূরিছে অসী, কত শত পাকে।
কভু বা তর্জ্জন করি, ফেরে তাকে তাকে॥
কভু চারি ভিতে, ঘূরাইছে তরবার।
কিছুমাত্র দৃষ্ট নাহি হয় দেহ কার॥
কভু তরবারে, তরবারে ঘোর রণ।
খচাখচ্, ঝন্ ঝন্, ভীষণ নিঃস্বন্।

হেন স্থির লক্ষ্য করি, চালাইছে অসী।
অতি বেগবতী, যেন তারা পড়ে খসি॥
বোধ হয় কাটাগেল সাধুর শরীর।
হের কিবা ব্যর্থ তারে করিতেছে বীর॥
চকিতে ঘুরায়ে ঢাল ঢাকি নিজ শির।
লাঞ্ছনা করিল প্রতিযোগীর অসীর॥
ঘুরায়ে আপন অস্ত্র হানে হান্ হান্।
খান্ খান্ ভেঙ্গে পাড়ে তরবার খান॥
মারিতে উদ্যত পুনঃ খঞ্জর পসারি।
চৌহান, বিহত জ্ঞান, সহিতে না পারি॥
মধ্যাস্থ, সময় বুঝি মধ্যে খাড়া হয়।
নিবর্ত্তিয়া যায় সাধু, শব্দ জয় জয়॥
লোকারণ্য, অগণ্য সুধন্য ধ্বনি করে।
"সাধু সাধু, সাধু সাধু," কহে যত নরে॥
মাণিক্য আসন থেকে করি গাত্রোত্থান।
ইঙ্গিতে আপন স্থানে করেন আহ্বান॥
মঞ্চোপরি, বসি যথা সীমন্তিনীগণ।
সেই দিগ হয়ে, সাধু করিছে গমন॥
রঙ্গে ভঙ্গে, তুরঙ্গ যাইছে ধীরে ধীরে।
আপাদ মস্তক স্নাত পরিশ্রম-নীরে॥
মেঘনাদ নাম তার, মেঘবর্ণ-ধর।
মদগর্ব্বে মত্ত গতি, ফুল্ল কলেবর॥
নিজ প্রভু জয় লব্ধ সমর শিক্ষায়।
মহানন্দে হ্রেষা শব্দ করে উভরায়॥

সাধুরে নিকটে হেরি, অশ্বারোহীগণ ।
ধারাকারে করিছে কুসুম বরিষণ ।
গোলাব, সেবতি, নাগকেশর, কেশর ।
ভূচম্পক, চম্পক, অশোক শোভাকর ॥
কুরুবক নানাজাতি সিতাসিত, পীত ।
পলাস, পুন্নাগ, পরা, পদ্ম প্রোন্মীলিত ॥
মল্লিকা, মালতী, মধু-মাধবী-মঞ্জরী ।
আর আর কত মত কুসুম-বল্লরী ॥
সুশীতল মলয়জে মাখা সব ফুল ।
ধরিল ধবল বর্ণ সাধুর দুকুল ॥
এমন সময়ে দেখ অপূর্ব্ব ঘটনা ।
হেমথাল করে, এক নবীনা ললনা ॥
কুসুমের মালা তাহে শোভে মনোহর ।
ধীরে ধীরে গতি করে যথা বীরবর ॥
তুরঙ্গ রাখিল সাধু প্রমদা নিরখি ।
কহিতে লাগিল কথা কুমারীর সখী ॥
"ধর, ধর, রাজপুত্র, এ কুসুম-হার ।
কুমারী শ্রীকর্ম্মদেবী কৃত পুরস্কার ॥
দেখাইলে রঙ্গ-ভূমে শিক্ষা চমৎকার ।
তব যোগ্য পুরস্কার আছে কিবা আর ?
করিলেন সমর্পণ পাণি সহ প্রাণ ।
এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান ॥"
এত বলি সীমন্তিনী মালা দেয় করে ।
উচ্চৈঃস্বরে কহে সাধু অশ্বের উপরে ॥

"শুন শুন সভাস্থ সমস্ত জনগণ।
"কর্ম্মদেবীদত্ত এই মাল্য সুশোভন॥
"সরলা ভূপতিবালা আমারে বরিলা।
"অযাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিলা॥
"কিন্তু এই পূর্ব্বাপর আছে ধর্ম্মনীতি।
"এই শ্রুতি, স্মৃতি, এই সর্ব্বদেশে রীতি॥
"পিতা-সত্ত্বে দুহিতার স্বতন্ত্রতা নাই।
"যার ধন, তার কৃত সম্প্রদান চাই॥
"ঔরিষ্ট-ঈশ্বর যদি দেন এই নিধি।
"গ্রহণ করিতে পারি যথা শাস্ত্র-বিধি॥
"নতুবা একার্য্যে মম অভিমত নয়।
"পরিণয়ে পাণিদান উপযুক্ত হয়॥
"মানময়ী মনোলোভা মহীপ-কুমারী।
"মান-ভঙ্গ করিতে তাঁহার নাহি পারি॥
"অতএব, মালামাত্র শিরে ধরি পরি।
"এই নিবেদন মম, শুন সহচরি॥
"যথাবিধি বিবাহের যদি পাই টিকা।
"তবে সে বরিতে পারি ভূপতি-বালিকা॥
এত বলি সমাদরে মালা তুলে লয়ে।
ভূষিলেক শিরস্ত্রাণে স্মিত-মুখ হয়ে॥
বলী-চক্র হৈতে বীর হইল বাহির।
তিমির করিয়া ভেদ, যেমন মিহির॥
লোকারণ্য মাঝে উঠে মহা কোলাহল।
কত কথা কহে যত দৃদিক্ষু সকল॥

কেহ বলে কি বলিল সব শুনি নাই।
কেহ বলে এমন না দেখি কভু ভাই॥
কেহ বলে কেমনে এমন হবে বল ?
কি ভাবিবে রাজপুত্র অরণ্য-কমল॥
কি বলিবে তার পিতা চণ্ডদেব রায়।
হইবে সমর ঘোর বুঝি অভিপ্রায়॥
হেন অপমান কভু সহিতে নারিবে।
তার সহ এ বিবাদে সাধু কি পারিবে ?
কেহ বলে কর্ম্মদেবী করিল কি কায।
হাসাইল রাজস্থান, রাজন্য-সমাজ॥
প্রাচীন, কুলীন, ধনী, পরাক্রান্ত অতি।
প্রধান পদবী কার রাঠোর সংহতি ?
এমন বংশের বংশধর যেই জন।
কর্ম্মদেবী সহ তার সম্বন্ধ ঘটন॥
অনায়াসে সেই সন্ধি করিয়া ছেদন।
অন্যেরে বরিলা বালা এরঙ্গ কেমন ?
এইরূপ নানা কথা লয়ে নানা জন।
দলে দলে করে সবে স্বালয়ে গমন॥
এখানে সংবাদ শুন, শ্রীমাণিক্য ভূপ।
উথলিত চিন্তা-জলে চিত্তরূপ কূপ॥
বিষণ্ণ বদনে পুরে করয়ে প্রবেশ।
নন্দিনীরে ডেকে আনি জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
"একি কহ গো কুমারি, একি কহ গো কুমারি ?
"কেমন তোমার কর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥

" যেই জনমে মরণে, যেই জনমে মরণে।
" কল্যাণ-দায়িনী হয় খ্যাত ত্রিভুবনে॥
" যারে বলহ নন্দিনী, যারে বলহ নন্দিনী।
" সুরভী নন্দিনী প্রায় আনন্দ বৰ্দ্ধিনী॥
" কহ তারে না জিজ্ঞাসি, কহ তারে না জিজ্ঞাসি।
" পরে সমর্পণে কত দুঃখ রাশি রাশি॥
" কুল শীল রূপ গুণ, কুল শীল রূপ গুণ।
" সর্ব্বমতে যদি কেহ হয় সুনিপুণ॥
" তবু নহেত শোভন, তবু নহেত শোভন।
" কন্যার অমতে তারে অপরে অর্পণ॥
" বীর-ভোগ্যা এ মেদিনী, বীর ভোগ্যা এ মেদিনী।
" সেই রূপ বীর-ভোগ্যা বীরের নন্দিনী॥
" দেখ সীতা গুণবতী, দেখ সীতা গুণবতী।
" মানসেতে বরিলেন রাম রঘুপতি॥
" ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল, ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল।
" রঘুবীর ভিন্ন ভাঙ্গে কার হেন বল?
" দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে।
" সেইরূপ পুরস্কার পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
" দময়ন্তী সেইরূপ, দময়ন্তী সেইরূপ।
" দেবতুচ্ছ করি বরিলেন নলভূপ॥
" এই নীতি অনুপম, এই নীতি অনুপম।
" দম্পতি সুখের এই বীজ মনোরম।
" যথা এ রীতি না চলে, যথা এ রীতি না চলে।
" নানা বিড়ম্বনা প্রায় ঘটে সেই স্থলে॥

"আর কহিলে আপনি, আর কহিলে আপনি।
"প্রতাপে মার্ত্তণ্ড চণ্ডদেব নৃপমণি ॥
"সাধু কভু নন ন্যূন, সাধু কভু নন ন্যূন।
"রাজ-স্থানে তাঁর সহ কেবা সমগুণ ?
"দেখিলেন সাক্ষ্য তার, দেখিলেন সাক্ষ্য তার।
"বড় বড় বলবান হত-অহঙ্কার ॥
"কেহ বাকী নাহি ছিল, কেহ বাকী নাহি ছিল।
"কত দূর থেকে কত ক্ষত্রিয় আইল ॥
"সভে মানিলেক হারি, সভে মানিলেক হারি।
"সভায় সাধুর জয় দিল নর নারী ॥
"ধর্ম্মপক্ষ কি বা হয়, ধর্ম্মপক্ষ কি বা হয় ?
"বিচারিয়ে দেখুন জনক মহাশয় ॥
"লোকে এই পরিজ্ঞান, লোকে এই পরিজ্ঞান।
"ধর্ম্ম তারি পক্ষে, যারে করে বাগ্‌দান ॥
"যদি ইহাই প্রমাণ, যদি ইহাই প্রমাণ।
"কি হেতু অন্যথা বাদ প্রকাশে পুরাণ ?
"দেখ রুক্মিণী-হরণে, দেখ রুক্মিণী-হরণে।
"সূতা-বান্ধা শিশুপাল পরাভূত রণে ॥
"আর সুভদ্রা-হরণে, আর সুভদ্রা-হরণে।
"অপমান হৈলসার মানী দুর্য্যোধনে ॥
"অতএব নিবেদন, অতএব নিবেদন।
"অধর্ম্মের উত্থাপনে নাহি প্রয়োজন।
"এই শাস্ত্র সুশোভন, এই শাস্ত্র সুশোভন।
"যার প্রতি রতি, মতি, পতি সেই জন।

"হল্যে অন্যথাচরণ হল্যে অন্যথাচরণ।
"নিশ্চয় তোমার পদে তেজিব জীবন ॥"
শুনিয়ে কন্যার কথা, ওরিণ্ট-ঈশ্বর তথা,
মনে মনে করেন বিচার।
"যথা যুক্ত কথা সব, হইয়াছি হত-রব,
ইথে কথা কহিব কি আর?
"বিশেষে যেরূপ মন, করিতেছি নিরীক্ষণ,
না জানি, কি করিতে কি হয়।
"সাধুপ্রতি স্বয়ম্বরা, ইথে আশা ভঙ্গকরা,
কোন মতে উপযুক্ত নয়॥
"নাহি আর পুত্র কন্যা, এক কন্যা ধরা-ধন্যা;
যদি এর আশাভঙ্গ করি।
"ধর্ম্মের ব্যত্যয় হবে, লোকে নিদারুণ কবে,
অপযশ রবে ভবে ভরি ॥
"পাত্র কেবা সাধু সম, যা থাকে কপালে মম
হিত মানি তারে কন্যাদানে।"
এত ভাবি মতিমান, তথা হৈতে গাত্রোত্থান
করি যান বাহির দেবানে ॥
ডাকিয়া অমাত্য-বরে, কহিছেন মৃদুস্বরে,
কর্ম্মদেবী-বিবাহ-সম্বাদ।
"সাধুসহ পরিণয়, হইবেক সুনিশ্চয়,
অন্যথায় বিষম প্রমাদ ॥
"ডাক দিয়ে আন ভাটে, টিকা লয়ে স্বর্ণটাটে,
সাধুর নিকটে যাক্ সেই।

"কর সব আয়োজন, বিলম্বেতে প্রয়োজন,
নাহি আর সারোদ্ধার এই ॥"
আজ্ঞা শুনি মন্ত্রিবর, ডাকি সব পরিচর,
উদ্যোগ করিছে নানারূপ।
পুর মধ্যে বাজে শাঁক, রমণী-মণ্ডলে জাঁক,
উথলিত আনন্দের কূপ।
ভাট গুণ বাখানিয়া, উত্তরিল টিকা নিয়া,
সাধু সুখে করেন গ্রহণ।
অক্ষত কুসুম চয়, সুগন্ধ চন্দন-ময়,
ধান্য, দূর্ব্বা, শ্রীফল, কাঞ্চন॥
টিকা পেয়ে বীরবর, প্রেমোৎফুল্ল কলেবর,
ঈষৎ হসিত বিম্বাধর।
স্ফুট-প্রায় পদ্মকলী, প্রভাতে প্রফুল্ল অলী,
সুখের নাহিক অবসর॥
সুখী সহচরচয়, হাস্য-কথা কত কয়,
রহস্যের পরিসীমা নাই।
কেহ বলে শুভ যাত্রা, সুখের নাহিক মাত্রা,
শুভক্ষণে করেছিলে ভাই॥
কেহ বলে এ যাত্রায়, তব ভাগ্য লতিকায়,
ধরিল বিবাহ পুষ্পকলী।
এক যাত্রা ভিন্ন ফল, প্রজাপতি কার্য্য-বল,
দুরারোহ দুর্জ্ঞেয় সকলি।
এইরূপ হাস্য-রসে, দিনকর পাটে বসে,
আইল ক্ষণদা সুখ-প্রদা।

ঘন ঘন বাড়ে ঘোর, ফুটিল কুমুদ-কোর,
হাস্যমতী চন্দ্রিকা প্রমদা॥
বহে মন্দ সমীরণ, সমুদিত শুভক্ষণ,
সাধু চারু বর-বেশ ধরে।
সহিত বয়স্যগণ, করি-যানে আরোহণ,
করি যায় বিবাহ-আসরে॥
বাজে বাদ্য মনোহর, নৃত্যগীত ঘর ঘর,
হাস্য-রস কৌতুক-কলাপ।
বাঁধিয়া তন্ত্রীর তান, কালবৎ করে গান,
কত মত রাগের আলাপ॥
ভাটে পড়ে রায়বার, অন্তঃপুরে কুলাচার,
বাধাই বাধায় বরাঙ্গনা।
সভায় পণ্ডিতগণ, করে বেদ-উচ্চারণ,
কুল-দেবতার সমার্চ্চনা॥
মঙ্গল-মুখীর গীত, মোহিত করয়ে চিত,
দুন্দুভীর সহিত গাহনা।
সকল সুখের সৃষ্টি, বিবাহের শুভদৃষ্টি,
বর কন্যা চাহনা চাহনা॥
লজ্জা-নম্রমুখী বালা, মনে পড়ে পুষ্প-শালা,
মনে পড়ে তথাকার কথা।
ঈষৎ হাস্যের রেখা, সুধাধরে যায় দেখা,
আধ-ফোটা বন্ধুজীবে যথা॥
কভু বা বিশ্রম্ভ রসে, নেত্র নীল-তামরসে,
বিলসে মাধুরী মনোহরা।

আনন্দে প্রমত্ত মতি, আশালতা পুষ্পবতী,
হৃদ্ কোষ নব ভাব-ভরা ॥
পতি-বাম-ভাগে বসি, হেরে প্রিয়-মুখ-শশী,
বস্ত্রাঞ্চল বসনে তাহার।
যেথা যথা মনে মন, কিবা তথা প্রয়োজন,
বসন-বন্ধন কোন্ ছার?
শুভলগ্ন শুভক্ষণ, কন্যা করে সমর্পণ,
মহীপ মাণিক্য-দেব রায়।
প্রাজাপত্য সমাধান, দীন দ্বিজদলে দান,—
সবে সুখে হইল বিদায় ॥
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশিত দশ দিশা,
ললিত পঞ্চম পিক গায়।
কেশর সুরভী সহ, প্রবাহিত গন্ধ-বহ,
ভর ভর স্বর সরে তায় ॥
ভ্রমর কমল-কোলে, সরসী হিল্লোলে দোলে,
প্রবাহেতে পতিত পরাগ।
অরুণিত তাহে জল, টল টল চল চল,
কিবা জলে জ্বলে ভানু-রাগ ॥
সচেতন সর্ব্বজন, নানা মত আয়োজন,
বর কন্যা বিদায় কারণ।
যৌতুকে কৌতুক মানি, কত রত্ন দিল আনি,
চতুরঙ্গ, তুরঙ্গ বারণ ॥
দ্রব্য-জাত কত মত, দাস দাসী শত শত,
কত কব বিশেষ তাহার।

রূপ গুণে বিদ্যাধরী, হেন রূপ সহচরী,
সঙ্গে রঙ্গে চলিল হাজার।
দীয়াধারী * নামধরা, বুদ্ধিবৃত্তি খরতরা,
কেশ বনাইতে সুনিপুণা।
কত ছলা কলা জানে, জ্ঞানবতী নানা জ্ঞানে,
যন্ত্রে, মন্ত্রে, তন্ত্রে, বহু গুণা॥
মৃদঙ্গ মোর্চঙ্গ বীণা, বাদনেতে সুপ্রবীণা,
বয়সেতে কেবল নবীনা।
কটাক্ষে কামের শর, কলকণ্ঠে পিকস্বর,
পীন পয়োধরা মধ্যক্ষীণা॥
বিপুল কুন্তল তার, নবীন নীরদাকার,
নিবিড় নীলোৎপল ভাতি।
যে হেরে তাদের পানে, মাধুরী মাদক-পানে,
হতজ্ঞানে করে মাতামাতি॥
সঙ্গিনীগণেতে যার, এত রূপ অবতার,
তার রূপ বর্ণিব কেমনে।
চলিল রঙ্গিনী রঙ্গে, প্রিয় প্রাণপতি সঙ্গে,
রতী যথা স্বীয় পতি সনে।
ভরিটের অন্তঃপুরে, প্রসন্নতা গেল দূরে,
মহিষীর চক্ষে বারি-ধারা।
সঙ্গিনী রহিল যারা, কাতরা হইল তারা,
বিগলিত অশ্রু তারাকারা।

---

* দীয়াধারীণ্ অর্থাৎ দীপ ধারিণী, প্রত্যুৎ বিবিধ কলায় প্রভ ঞ্জা।

মাণিক্যের পদতলে, লোটায়ে ধরণীতলে,
বর কন্যা করিল প্রণাম।
জামাতার কর ধরি, বিহিত বিনয় করি,
কহিতেছে বচন ললাম॥
"শুন বাপা মহাশয়, যদিও উচিত নয়,
তব প্রতি উপদেশ বাণী।
"নিখিল কল্যাণ-ভূমি, গুণের নিলয় তুমি,
জানি আমি, তুমি অতি জ্ঞানী॥
"তথাপি কহিতে হয়, শুন হে মঙ্গলময়,
এই মম কন্যা কর্ম্মদেবী।
"জন্মান্তর পুণ্যবলে, প্রসন্ন ললাট ফলে,
পাইয়াছি দেব দেবী সেবি॥
"জন্মিয়াছে গত দিন, হইয়াছি দুঃখহীন,
আনন্দে ভরিল এই দেশ।
"বিবিধ বিনোদ সৃষ্টি, সময়েতে হয় বৃষ্টি,
কোন গৃহে নাহি ক্লেশ লেশ॥
"নাহি আর সুত সুতা, এই সর্ব্ব শুভযুতা,
গৃহানন্দ-দায়িনী নন্দিনী।
"যথা জনকেরে সদা, রত্ন-পরিকর-প্রদা,
জলধিজা জগৎ বন্দিনী॥
"পয়োধি-মন্থন পরে, ধরি পদ্মালয়া করে,
লইলেন পুরুষ উত্তম।
"তদবধি পুণ্য-লোক, গোলোকে পুলকালোক,
সদাকাল সুখ সমাগম॥

"এখন সলিল-নিধি, পরিপূর্ণ নানা নিধি,
কিন্তু নিধি কমলা কোথায়?
"কর্ম্মদেবী বিনে মোর, এঘর হইবে ঘোর,
হায় দুঃখে ভেবে প্রাণ যায়॥
"আর কিছু ভিক্ষা নাই, তব স্থানে এই চাই,
যথা যত্নে রাখিবা ইহারে।"
এত বলি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
দৃষ্টি-পথ রোধে অশ্রু-হারে॥
হেরিয়া পিতার গতি, মোহমুগ্ধ গুণবতী,
কর্ম্মদেবী মৌনমুখে রন।
ললিত লালন-স্নেহ, বাল্য-বিলসিত গেহ,
স্মরি স্মরি বিচলিত মন॥
আঁখি মুছি চারুশীলা, রথোপরি আরোহিলা,
মেঘাত্যয়ে নলিনী যেরূপ।
মুহূর্ত্তেক বৃষ্টি পরে, ভানু প্রভা পরিকরে,
প্রতিপত্রে শোভা অপরূপ॥
কত ভাব সমুদিত, তাহে চিত সুমুদিত,
যেন নব ঝুমকা কুসুম।
মোহন সুরভি তার, সমীরণ সহকার,
আমোদিত করে পুষ্পভূম॥
চলিল রমণী রঙ্গে, প্রাণপ্রিয় পতি-সঙ্গে,
কত রস সরস সম্ভাষ।
ফুলবনে ফুলবাণে, বিমোহিত ধ্যানে জ্ঞানে,
যে হইল বিষদ বিলাস॥

তথা প্রেম সরসীজ, হলো অঙ্কুরিত-বীজ,
মুকুলিত মুলিত এখন।
হইয়াছে ফুল্লমুখ, ভবে তার কত সুখ,
আমোদ হিল্লোলে সন্তরণ॥
এমন সময় শুন, তুরীনাদ পুনঃ পুনঃ,
অদূরেতে নিনাদিত হয়।
তুরঙ্গের হ্রেষা রব, প্রান্তরের পক্ষ সব,
দলে দলে পলায় সভয়॥
আসিতেছে এক দূত, সজোগুণী রজপুত,
দশার্ণ দেশের অশ্বে চড়ি।
যথা সাধু বীরবর, তথা সেই অনুচর,
উপনীত হৈল দড়-বড়ি॥
শির নোয়াইয়া কয়, "শুন শুন মহাশয়,
রাজপুত্র অরণ্য-কমল।
এই পত্র আপনারে, সমর্পণ করিবারে,
আমারে দিলেন দূত-দল॥
যথা বিধি তদুত্তর, সত্বরে হে গুণধর,
পত্রযোগে প্রদান করুন।"
এত বলি পত্র দিয়া, রহে ঘোড়া থামাইয়া,
ভানু অগ্রে যেমন অরুণ॥
মুদ্রা মুক্ত করি পরে, পত্র পড়ে কন্যা বরে,
উভয়ের চঞ্চল নয়ন।
দুই ভাব দুজনায়, দুই মুখ-ভঙ্গিমায়,
বিভাসিত হইল তখন॥

সহসা বায়ুর ভাব হইল ব্যত্যয়।
আবার উত্তর থেকে শীত-বায়ু বয়॥
মুদিল মুকুল মুখ, লাবণ্য যাইল।
ললিত ললাম লাল রঙ্গ শুখাইল॥
নিরখি সে ভাব সাধু অধর ধরিয়া।
প্রবোধ প্রদান করে আদর করিয়া॥
"কেন কেন কেন প্রিয়ে এমন হইল তব ভাব হে।
"বীর বালা বীরে মালা দান করি অভাব কি ভাব হে॥
"সাধ্যকার সমরে আমার কেহ করে অপমান হে?
"তব প্রসাদাৎ আমি সবে ভাবি কীটের সমান হে॥
"তব হাস্য-মুখ হেরি মম হৃদে কত তেজ বাড়ে হে।
"অনুপম সুখ পাই সব দুঃখ অঙ্গ সঙ্গ ছাড়ে হে॥
"তাই বলি পরিহার কর সব মন মলিনতা হে।
"মন চিত্ত সরোবরে সাহে হেলে দোলে প্রেম-লতা হে॥
"তোমার বচন সুধা যত শ্রুতি-বিবরে প্রবেশে হে।
"ততই হৃদয়-দেশে মন নাচে মদমত্ত বেশে হে॥
"কিছার সাহস করে ক্ষোভ-দগ্ধ অরণ্য-কমল হে?
"অরণ্য-কমলে সাধ ভাসে যথা স্বর্ণ শতদল হে॥
"স্বর্ণ শতদলপতি ভাঙ্গিবে তাহার অহঙ্কার হে।
"সুখে বসি হে প্রেয়সি দেখিহ প্রতাপ কত কার হে॥
এইরূপ প্রবোধ প্রদান প্রেয়সীরে।
মুখাম্বুজে চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে॥
শুন হে পথিকবর, এমন কি হবে?
শাপভ্রষ্ট হয়ে তারা এসেছিল ভবে॥

এ অসুখান্তরা ধরা বাস-যোগ্য নয়।
এই হেতু অল্পকালে তারা গত হয় ॥
কহিতে মিলন-কথা বাড়িল শর্ব্বরী।
আজিকার মত কথা হেথা সাঙ্গ করি ॥
কল্য অবশেষ সব কহিব তোমারে।
নিদ্রা আসি উপনীত হৈল নেত্র-দ্বারে ॥
এত বলি শারঙ্গের তান শ্লথ করে।
অমৃতের শেষ ধারা শ্রবণে নিঃসরে ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

দিবা অবসান হয়, নভোলোক তমোময়,
ধূসর বরণা দিগঙ্গনা।
স্থির নেত্রে দেখা যায়, শোভাপায় দীপ প্রায়,
দুই এক তারা খভূষণা ॥
যেন নায়িকার আশে, প্রেমিকের হৃদাকাশে,
দুই এক ভরসার ভাতি !
একবার একবার, ভাবপথে অবতার,
হয়ে পুন নিভায় সে বাতী ॥
পরে প্রিয়া আগমনে, দীপ্ত হয় সেইক্ষণে,
আর তারে মলিন কে করে ?

অস্ত ক্ষোভ দিনপতি, আশা তারা দীপ্তিমতী,
সুখশশী উদয় অন্তরে ॥
তপনের তাপ মরে, হিমকর হিম-করে,
সুশীতল করিছে সকলে।
বহে স্নিগ্ধ সমীরণ, দিনে ছিল হুতাশন,
সঙ্গগুণে দোষ গুণ ফলে ॥
নিরখিয়ে কান্তমুখ, হৃদয়েতে কত সুখ,
হাস্যমুখী কুমুদিনী সতী ;
তুষিবারে শশধরে, সৌরভ বিস্তার করে,
দিগ্ দিগন্তরে সদাগতি ॥
ফুটিছে রসাল ফুল, কুহরিছে পিককুল,
প্রদোষেতে মকরন্দ পিয়ে।
বন বিনোদিনী লতা, শশি করে প্রফুল্লতা,
পাইয়ে প্রকাশ করে হিয়ে ॥
গন্ধ বিতরণ করে, পথিকের মনোহরে,
এমন সুরভি চমৎকার।
অতি ক্ষুদ্র কলেবর, নাহি হয় সুগোচর,
কিন্তু গুণে সম কেবা তার ?
লয়ে নব দম্পতিরে, চন্দনা-তটিনী তীরে,
রথ আসি উপনীত হয়।
সারাদিন শ্রমে অতি, হইল মন্থর গতি,
রথ সংযোজিত হয় চয় ॥
ঘনীভূত স্বেদ-ধারা, অঙ্গে বহে ফেণাকারা,
নত ভাব কেশর লাঙ্গুল।

আর আর যত জন, বাহক বাহন গণ,
সবে ক্ষুধা তৃসায় আকুল ॥
কহিছেন সাধু বীর, "সুখদ চন্দনা-তীর,
কর সবে হেথায় বিশ্রাম।
পর-পারে রাঠোরেরা, পেতেছে আপন ডেরা,
এই মাত্র আমি শুনিলাম।"
আজ্ঞা পেয়ে সবে যায়, স্থান লয় যে যথায়,
বিভাবরী করিতে যাপন।
পর দিন হবে রণ, পর পারে শত্রুগণ,
সাজি আসিয়াছে অগণন ॥
এমত সময়ে শুন, দড় বড় পুনঃ পুনঃ,
অদূরেতে অশ্ব পদ-ক্ষেপ।
ঔরিণ্টের অনুচর, আসিতেছে দ্রুত-তর,
লয়ে তাঁর বচন সংক্ষেপ।
"শুন বাপা মহাশয়, যা হবার তাই হয়,
যা ভেবেছি তাহাই ঘটিল।
"ভবিতব্য ছিল যাহা, অবশ্য হইল তাহা,
কালগতি কেবল কুটিল ॥
"এখন উপায় চাই, আর ত বিলম্ব নাই,
শুনিয়াছি সব সমাচার।
"মন্দ-গিরি * পরিহরি, ঘোর রণ বেশ ধরি,
অরণ্য-কমল আগুসার ॥

* আধুনিক মন্দোরের প্রাচীন নাম। কোন গ্রন্থকার লেখেন এই স্থানে ময়দানবের বসতি ছিল।

"সমরের সজ্জা ভারী, রাঠোর হাজার চারি,
আসিয়াছে রণমদে মেতে।
"তার যোগ্য অনুবল, এনেছে প্রবল দল,
মিহিরজ নাগরিয়া জেতে॥
"অতএব যোগ্য হয়, যথা যেন শত্রু চয়,
উপযুক্ত সেনা আয়োজন।
"হবে তব অনুকারি, মোহিল হাজার চারি,
সত্বরেতে করিব প্রেরণ॥"
"শ্বশুরের পত্রোত্তরে, কানবাজ নাহি করে
লেখে সাধু স্বীয় নিবেদন।
"অবগতি মহোদয়, শত্রুপ্রতি কিবা ভয়,
ধ্যান করি তব শ্রীচরণ॥
"আসুক হাজার শত, করুক বিক্রম যত,
শৃগাল স্বরূপ জ্ঞান করি।
"যে আছে আমার বল, ভট্টি-কুল ভানু-দল,
সপ্ত-শত বিক্রম-কেশরী॥
"ইহাই যথেষ্ট হবে, রাঠোর এ ভীমহবে,
ত্রাণ না পাইবে এক জন।
"অত্যাজ্য প্রসাদ তব, পঞ্চাশ মোহিল লব,
এই মাত্র মম নিবেদন॥"
পত্র লয়ে ধায় দূত, তারা-প্রায় গতি দ্রুত,
অতিদূরে নিমিষে যাইল।
হইল যামিনী ঘোরা, বিগত অষ্টম হোরা,
সবনেত্রে সুষুপ্তি ছাইল॥

শশি অস্তাচলে চলে, যেন দিনে দীপ জ্বলে,
অরুন্ধতি উদয় বিমল।
শীতল সুগন্ধ বায়, চন্দনার কূলে ধায়,
তরল তরঙ্গ টল টল॥
সেই সুমধুর স্বরে, ঘুম-ঘোর বৃদ্ধি করে,
একেবারে স্তব্ধ বসুমতী।
কিবা পশু পক্ষী নর, সুপ্তকল্প কলেবর,
সকল জীবের এক গতি।
পরিশ্রমে দুই দিন, কাতর নয়ন মীন,
কর্ম্মদেবী-কোলে রাখি শির।
যেন দময়ন্তী কোলে, নল মুগ্ধ নিদ্রা-ভোলে,
সুখে নিদ্রা যায় সাধু বীর॥
কত সুখ স্বপ্নোদয়, হৃদয় মাঝারে হয়,
কভু হাস্য ছটা বিম্বাধরে।
বোধ হয় প্রিয়া সহ, বিলসিত অহরহ,
সন্তরিত সুখ সরোবরে॥
আবার সে ভঙ্গি গত, যেন রৌদ্র-রসে রত,
উগ্রভঙ্গি অপাঙ্গ যুগলে।
কপোলে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন-ময়ূখ ছলে,
রক্ত ছটা স্থল-শতদলে॥
যেন লক্ষ্য করি অরি, ভয়ানক ভাব ধরি,
ভাসিতেছে সমর তরঙ্গে।
আবার সে ভাব গত, বিগ্রহ-বিজয়ী মত,
অপরূপ শোভা ভুরু-ভঙ্গে॥

মদ-গর্ব্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন,
প্রিয়া-সন্নিধানে মহোল্লাস।
অরণ্য-কমল রণে, হত গত সেনা সনে,
একেবারে বিরোধ-বিনাশ ॥
এইরূপ কত ভাব, ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব,
হইতেছে সাধুর হৃদয়ে।
হায়রে স্বপন মায়া, মিথ্যা-দৃষ্টি তোর কায়া,
কত ভ্রান্তি দেখাও উভয়ে।
সবে সুখে নিদ্রা যায়, শিথিল শীতল কায়,
শুধু জাগরিত এক জন।
কর্ম্মদেবী নেত্রদ্বয় তিলেক মুদিত নয়,
নিদ্রাবশ নহে এক্ষণ ॥
হেরিয়ে নাথের মুখ, মনে মনে কত সুখ,
কভু দুঃখ সঞ্চরিত হয়।
একবার ভাবে মনে, অনায়াসে এইরণে,
প্রাণপতি পাবেন বিজয় ॥
নিত্য নিত্য নব নব, অনুরাগ মহোৎসব,
মাতিবে তাহাতে মন প্রাণ।
মনো আশা পূর্ণ হবে, পতি-প্রেম সুধাসবে,
প্রেম-তৃষা হবে অবসান ॥
কপোত দম্পতি মত, সোহাগ বাড়িবে কত,
তিল আধ ছাড়াছাড়ি নয়!
হইবে নন্দন চয়, সাধুসম মহাশয়,
ধীর বীর প্রসন্ন হৃদয় ॥

বীরের নন্দিনী আমি, বীরবর মম স্বামী,
বীর-প্রসবিনী, হব শেষ।
বাহুবলে পুত্রগণ, করিবেক সুশাসন,
বাড়িবেক পুগলের দেশ॥
পুন ভাবে অন্য মত, রণে যদি হন হত,
আমার হৃদয়-অধিকারী।
কি হবে আমার দশা, কোথা রবে এ ভরসা,
কোথা রবে আশা মনোহারী?
রাঠোরের বন্দী হব, দাসীবৃত্তি লয়ে রব,
ভাবিলে তা হৃদয় বিদরে।
হায় হায় হরি হরি, আর কি উপায় করি,
কারে কব যে ভাব অন্তরে!
হায় কেন গুণ-শুনে, বাঁধা গেল প্রেম-গুণে,
অবলা সরল মম মন?
হায় কেন তাঁর সনে, দেখা হল্যো ফুল-বনে,
প্রেম-দীপ তাহে সন্দীপন?
হায় কেন সংগোপনে, প্রেম-ব্রত উদ্যাপনে,
না করিনু কানন-গমন?
সাধুর মঙ্গলোদ্দেশে, ধ্যানে ধরি পরমেশে,
করিতাম জীবন যাপন॥
হায় কেন সভাস্থলে, বরমালা বরগলে,
দিতে পাঠালাম সহচরী?
যে কিছু আমার দোষ, ভেবে হয় হৃদি-শোষ,
হায় হায় কি উপায় করি?

হায় প্রেম কিসলয়, সুখ-জলে উপজয়,
মম দুঃখ-জলে উপজিয়া।
অকালেতে বুঝি তার, বিনাশ হইল সার,
প্রেম-হ্রদ যায় বা মজিয়া"॥
এইরূপ নানা রূপ, চিন্তাজলে চিত্ত-কূপ,
প্লাবিত হয়েছে মহিলার।
কভু আশা, কভু খেদ, হৃদ করে রাজ্যভেদ,
কভু করুণার অধিকার॥
নানা রূপ তার রাগ, শোভিছে বদন-ভাগ,
কিরূপে তা করিব বর্ণন।
নিরখিয়ে ইন্দ্র-ধনু, বিচিত্র তাহার তনু,
চিত্র করে কেবা হেন জন?
যদি হেন থাকে কেহ, যথা ইন্দ্রধনু দেহ,
তুলী তুলি ডুবাইয়ে তায়।
লেখে প্রতিকৃতি তার, তবে বুঝি একবার,
কিঞ্চিৎ প্রকাশ প্রতিভায়॥
সেই রূপ কিবা আর, বর্ণিব সে ভাব তার,
কত ভাব কত রাগ ধরে?
বাড়িল হৃদয়ে ব্যথা, প্রাতে ইন্দীবরে যথা,
বিন্দু বিন্দু নীহার শিশিরে॥
সেই রূপ অশ্রুধার, বিগলিত মুক্তাকার,
নিপতিত সাধুর বদনে।
জাগিয়ে উঠিল বীর, দেখি ভাব প্রেয়সীর,
"কেন কেন" ? জিজ্ঞাসে সঘনে।

"কেন কেন কেন পুনঃ, বিষণ্ণ বদনাম্বুজ তব হে।
"হায় হায়, প্রাণ যায়, জাগিয়ে পোহালে নিশা সব হে॥
"অতি আদরের তুমি, যতন-বিরহে বুঝি মম হে।
"নিদ্রা না যাইলে প্রাণ, আজ রাতি কাল-রাতি সম হে॥
"গত দিন নরপতি যে কহিল বিদায়ের কালে হে।
"যতন করিতে তোমা, যথা উপযুক্ত ভূপ-বালে হে॥
"কিছার কুরীতি মম, সেদিন পাইনু সেই ভার হে।
"সেই দিন অনায়াসে হেলন করিনু আমি তার হে॥
"ক্ষম অপরাধ মম, প্রিয়তমে. প্রাণের আধার হে।
"আর হেন দোষ কভু না হইবে, প্রেয়সি, আমার হে॥
"এস্যো এস্যো মম কোলে, শ্রান্তি দূর কর কিছু ক্ষণ হে।
"জাগরণে ঢুলু ঢুলু, ছল ছল, যুগল নয়ন হে।
"তাহে মম অনাদরে, ধারাকারে সলিল বহিছে হে।
"সহেনা সহেনা, সেই জলে মম হৃদয় দহিছে হে॥
"দেখিহ দিবসে আজি, তব দাস বিক্রম প্রতাপ হে।
"শুভ যাত্রা হয় যাহে, কর প্রিয়ে তেজিয়ে বিলাপ হে॥"

এত বলি কোলে সাধু লয়ে প্রমদায়।
আপন বসনে তার নয়ন মুছায়॥
কর্ম্মদেবী কন, "নাথ একি ব্যবহার।
"কেন মিছে অনুযোগ কর আপনার॥
"তুমি যথা আছ, মম রোদনে কি কাজ।
"সত্য কথা কহি নাথ পরিহরি লাজ॥
"তুমি নিদ্রা গেলে, সখে মম নিদ্রা নাই।
"তাহে শত্রু নিকটেতে, মনে ভয় পাই॥

“ কি জানি নিশীথ-কালে বুঝিয়ে সময়।
“ ছলে কলে আসি যদি তব প্রাণ লয়॥
“ প্রহরী হইয়ে গেল তৃতীয় প্রহর।
“ নিদ্রা আসি নেত্রদ্বারে হল্যো অগ্রসর॥
“ তেঁই সে অলসে আঁখি অশ্রু-ভারে নত।
“ মিছে আত্ম-অনুযোগ কর নাথ কত॥
“ নিদ্রা না হইবে, গত-প্রায় বিভাবরী।
“ যাই গিয়ে জাগাই হে যত সহচরী।
“ চন্দনার চারু জলে করিব হে স্নান।
“ পূজিব তাহার তীরে দেব ভগবান॥
“ তোমার মঙ্গল নাথ লইব মাগিয়ে।
“ বিধিমতে ইষ্ট কার্য্য এনিশী জাগিয়ে।
“ করিব মঙ্গলাচার মঙ্গল স্মরিয়ে।
“ দেখাব হে পূর্ণ দৃষ্টি নয়ন ভরিয়ে।
“ আমারে আদর কর মৃগাক্ষী বলিয়ে।
“ দেখিবে সে মৃগ, যবে যাবে হে চলিয়ে॥
“ বামে শব চাই প্রভু, রব শবাকার।
“ যদবধি চাঁদ মুখ না দেখিব আর॥”
এত শুনি সাধুর নয়নে অশ্রুহার।
চুয়াই চন্দ্রমা মুখে অমৃতের ধার।
উঠিলা হসিতমুখী হিরণ্য-বরণী।
উষাতে উষার প্রায় প্রকাশে ধরণী।
যায় যথা সখীকুল নিদ্রায় আকুল।
নিশায় মুদিত যেন [illegible] ফুল।

কাকু চাকু কবরী লোটায় ধরাতলে।
নামিল নিবিড় মেঘ বুঝি ভূমণ্ডলে॥
নিদ্রাযোগে মুখে হাসি সৌদামিনী প্রায়।
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, ক্ষণে লোপ পায়॥
ঈষৎ বিভিন্ন কাকু বিম্ব ওষ্ঠাধর।
দেখা দেয় মুক্তা পাঁতি শোভার আকর॥
বাহুরে বালিস করি রাখিয়াছে শির।
আহামরি মৃণালে কি রাহুল রুচির।
কেহ বা সুসুপ্তি ভোগ করে উভরায়।
নাসিকায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ধায়॥
যথা দাবা দগ্ধ মৃগী মৃত-কল্প হয়ে।
ঘন ঘন নিশ্বাস ফিরায় রয়ে রয়ে॥
কর্ম্মদেবী সকলের শিরে হাত দিয়ে।
মধুস্বরে নাম ধরে্য দেন জাগাইয়ে॥
যেন ভানুকর পরশনে পদ্মকুল।
জাগিল সঙ্গিনীগণ হাস্য সমাকুল॥
চলিল চন্দনা-স্নানে চঞ্চল চরণে।
মরালী-মণ্ডলী যথা যমুনা-জীবনে।
লাফাইয়ে পড়ি জলে দিতেছে সাঁতার।
জল-কেলী-কলা-যুতা অপসরা আকার॥
কেহ স্রোতে অঙ্গ ঢালে পৃষ্ঠে রাখি ভর।
হেমলতা ভাসে যেন জলের উপর॥
হায়রে জগৎ লীলা বুঝে উঠা ভার!
এক পারে হাস্য লীলা কৌতুক অপার॥

অন্য পারে সমরের সাজ ভয়ঙ্কর।
ছাড়িছে বিশাল দীপ্তি মশাল নিকর॥
দূরে থেকে দেখা যায় উড়িছে নিশান।
সঙ্গ্রাম-পুঙ্গব-শিরে ভীষণ বিষাণ॥
বাজিতেছে রণতূরী ভেরী ঢাক ঢোল।
মাঝে মাঝে হর হর শব্দে মহাগোল॥
কিন্তু রাজপুত-পুত্রীগণে কিবা ভয়?
আর পারে কেলী-কলা-রসে মগ্ন রয়॥
প্রভাতের প্রভাকরে প্রাচী হাস্যবতী।
জল তেজি স্থলে উঠে যতেক যুবতী॥
সেই দিন সবে কর্ম্মদেবীরে সাজায়।
যার যত নিপুণতা প্রকাশিছে তায়॥
চমরীর দর্পহরা চাঁচর কবরী।
বিনাইয়া দেয় চন্দ্র-চূড়া সহচরী॥
তরুণী তরলা সখী পূর্ণিত পুলকে।
ভাল ভূষিতেছে ভাল অগুরু-তিলকে॥
অঞ্জনা নামেতে আলী লইয়ে অঞ্জন।
সাজাইছে সুরঞ্জন নয়ন খঞ্জন॥
মুক্তালতা নামে সখী লয়ে মুক্তামালা।
সমাদরে সাজাইছে ভূপতির বালা॥
কি ছার সে মোতী-হার, কিবা জ্যোতি তার
সে অঙ্গ সমীপে হল্যো মলিন আকার॥
বাহু-যুগে দিল সখী বলয় বিজটা।
করকান্তি কাছে তার হারি মানে ছটা॥

হীরকের কর্ণফুল শোভে কর্ণমূলে।
পাইয়ে উত্তম স্থান বুঝি হেলে দুলে॥
কণক-কিঙ্কিণী পেয়ে কটিতটে স্থান।
আনন্দে মাতিয়ে করে মধুস্বরে গান॥
আইলা সুচেলা সখী লইয়ে বসন।
ঘাঘরা ওড়না চোলী কাঁচলী-কষন॥
ঘন নীল চারু পট্ট বসন-ফলক।
মাঝে মাঝে স্বর্ণ পট্টী দিতেছে ঝলক॥
কত বা কৌশল সব পিন্ধন-পিধানে।
যে চতুরা হয় তাহে, সেই ভাল জানে॥
অঙ্গের বলনী ছাঁদ লুকাতে প্রয়াস।
অথচ সকল ভঙ্গী হইবে প্রকাশ॥
যথা কবিতায় রস-ভূষণ প্রদান।
কখন না হয় যেন রস মূর্ত্তিমান॥
ঢাকিবে উপরে কিন্তু রাখিবে এরূপ।
যাহে প্রকটিত প্রতি রূপ প্রতিরূপ॥
হইল বিন্যাস বেশ বিনোদ বিশেষ।
যেন লক্ষ্মী ধরাধামে করিলা প্রবেশ॥
বসিলেন বরারোহা পূজার আসনে।
ধ্যানে ধরিলেন ধনী ধ্বান্ত-বিনাশনে॥
মহাধ্বান্তহারী তেজ যেই ধ্বান্তহরে।
প্রতিদিন চলাচল সুপ্রকাশ করে॥
যাঁর শৈত্য সুধায় কৃতার্থ সুধাকর।
যাঁর শ্বাসে সমীরণ বহে নিরন্তর।

যাঁর তাপে হুতাশনে তাপন-সঞ্চার।
যাঁর কৃপা-বারি-গুণে তুষার সুসার॥
সর্ব্বত্র সমান তিনি সর্ব্বত্র মঙ্গল।
বিদ্যমান সর্ব্বস্থলে নিখিল নিষ্কল॥
হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম এই সর্ব্বভূতে যিনি।
যত্র তত্র কর পূজা জানিবেন তিনি॥
জল, স্থল, আকাশ, সমীর, বৈশ্বানর।
দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্র-নিকর॥
তরু-লতা, পাষাণ, প্রতিমা নানা মত।
দৃশ্যমান এজগতে পঞ্চীকৃত যত॥
উপাস্য না হয় তারা উপাস্য ঈশ্বর।
যিনি সেই সর্ব্ব ভূতে ব্যাপ্ত নিরন্তর॥
রাজপুত্র পূজে তাঁরে দিনকর-করে।
প্রভাত প্রদোষে হেরে ভাব ভক্তি ভরে॥
পূজা অন্তে পদ্ম মুখী প্রণমিলা পদে।
স্তব করে মৃদু মধুস্বরে ধ্রুবপদে॥

গীত।

রাগ ভৈরব।

"দিনকর, দয়াকর, তমোহর, হর মম তাপ তম-নিকর।
তুমি হে প্রভু সবিতা, জীব-শিব-প্রদায়িতা, সর্ব্বসুখ-প্রের-
য়িতা, পোষয়িতা পরাৎপর॥

তরুণ-অরুণাশ্রয়, করুণা-বরুণালয়, দেহি মে করুণাময়,
করুণা-বারি-শিকর।
তুমি হে কাল-জনক, মুরতি তপ্ত-কনক, সকল ক্ষণ-গণক,
ত্বং হি ত্রিকাল-ঈশ্বর॥
মনত প্রিয়বরে, পেয়েছি তোমার বরে, অরুন্তুদ অরিকরে,
রক্ষ প্রভো প্রভাকর।"

স্তব অন্তে প্রমদা প্রণত পূর্ব্বমুখে।
চাহিতে দেখেন পতি দাঁড়ায়ে সম্মুখে॥
গললগ্নীকৃত বাস, মুখে মৃদু হাস।
ভক্তিরসে অপরূপ রূপের প্রকাশ॥
নাথে হেরি বিনোদিনী কন ধীরে ধীরে।
"কি আজ্ঞা আছে হে প্রিয় কহ এদাসীরে॥
এত যে পরুষ ভাব পুরুষের মন।
দ্রবীভূত অভিভূত শুনিয়ে বচন॥
প্রেয়সীর কাছে সাধু লইতে বিদায়।
আসা-মাত্র বচন-বিকাশ বড় দায়॥
মনেরে ধৈরজ ডোরে বাঁধিয়ে যতনে।
কহিতেছে কথা বীর অমিয়-বর্ষণে॥

"আইলাম বিধুমুখি বিদায় লইতে তব কাছে হে।
"নিবেদন তব প্রতি আমার আর কি বল আছে হে।
"জয়াজয় রণে পণে নিশ্চয় কখন কিছু নয় হে।
"গ্রহ-দোষে যদি প্রিয়ে হয় মম রণে পরাজয় হে॥
"যদি আমি প্রাণে মরি, শুন সতি, প্রিয়ে পতিপ্রাণা হে,
"এই করো প্রাণেশ্বরি কৃশোদরি সুশীলা-প্রধানা হে॥

"হের দেখ হরণাক্ষি ঈশানে অচল শোভা পায় হে।
"তব ভ্রাতা মেঘরাজ স্বসেনায় আছেন তথায় হে॥
"সমরান্তে তথা গিয়ে লবে প্রিয়ে তাঁহার শরণ হে।
"শত্রুহস্তে কোন মতে না হইবে তোমার পতন হে॥
"অনন্তর সাবিত্রী-শেখরে গতি করি পতিব্রতা হে।
"সুপবিত্র যতি-ধর্ম্ম ধারণ করিহ স্বর্ণলতা হে॥
"দেহ-ত্যাগে পুনরায় মিলন হইবে স্বর্গলোকে হে।
"আর না ভুগিতে কভু হইবে বিরহ ঘোর শোকে হে॥
"নিরন্তর জুড়াইবে, জুড়াইব, প্রেমামৃত-পানে হে।
"নাহবে বিভিন্ন ভাব চিত্ত রবে সদা এক-তানে হে॥
"নাহি তথা জন্ম জরা জ্বর জ্বালা যন্ত্রণা জড়িমা হে।
"জরাহীন যৌবনের অধিকার অসীমা মহিমা হে॥
"নাহি তথা পাপ-পঙ্ক, নাহি তথা ত্রিতাপ তিমির হে।
"সদা কাল পুণ্যের প্রতাপে দীপ্ত বিমল মিহির হে॥
"যদি আমি তোমা তেজি আগে যাই সেই সুখ-ধামে হে।
"ভেবনা, ত্বরায় সুখী হবে তুমি সিদ্ধ মনস্কামে হে॥

শুনিয়ে পতির কথা কহিছেন সতী।
"কেমনে কহিলে নাথ এমন ভারতী॥
"তুমি যাবে পরপারে হেথা রব আমি।
"এমন কি হয়? আমি হব অনুগামী॥
"নিকটে থাকিব আমি না থাকিব দূরে।
"হেরিব ও মুখ-শশী মন-সাধ পূরে॥
"যদি শ্রান্ত হও নাথ তুষিব সেবায়।
"শ্রম নিবারিব তব, অঞ্চলের বায়॥

"যদি হে আহবে হও গুণধাম।
"বিশল্য ঔষধে ক্ষত করিব আরাম॥
"মুছিব অসৃক্-ধারা নয়নের জলে।
"মুছাইয়ে দিব অঙ্গ বিমুক্ত কুন্তলে॥
"রণস্থলে বাড়াইব উৎসাহ-প্রবাহ।
"পরাইব মনসাধে পদে উপনাহ॥
"পরাইব শিরস্ত্রাণ সন্নাহ সুন্দর।
"বেঁধে দিব শরাসন সিরোহী খঞ্জর॥
"কি ভয় আমার নাথ সঙ্গ্রামের স্থলে?
"রাজপুত্র-তেজ-অগ্নি মম দেহে জ্বলে॥
"যদি মম ভাগ্যদোষে ঘটে অমঙ্গল।
"তা ভাবিয়ে নহি আমি ক্ষণেক বিকল॥
"তব অনুগামী আমি জীবনে মরণে।
"চল নাথ এদাসীরে সঙ্গে লয়ে রণে॥"
শুনি প্রেয়সীর বাণী সাধু নিরুত্তর।
নদী-পারে যেতে সবে কহিল সত্বর॥
এমন সময়ে আসি অনুচর কয়।
"রাঠোরের দূত এক শিবিরে উদয়॥
"এই পত্র আনিয়াছে শুন গুণাকর"।
পত্র লয়ে করে, পাঠ করে বীরবর॥

পত্র।

"শুন ওহে ভট্টী-কুল-ভূপাল-নন্দন।
তব সহ সম্মুখ-সঙ্গ্রাম অশোভন॥

মম সহ সহস্র সহস্র দল বল।
অনুবল মিহিরজ যেন আখণ্ডল॥
তব সঙ্গে আছে ভট্টী কতিপয় শত।
ইহাতে সম্মুখ-রণ নহে ন্যায় মত॥
ইথে অপযশ মম ঘুষিবে সকলে।
অতএব দ্বন্দ্বযুদ্ধ * উচিত এস্থলে॥
জানিতে বাসনা তব কিবা অভিলাষ।
বিলম্ব না হয়; তাহে কার্য্যের বিনাশ॥"
পত্র পাঠ করি সাধু হসিত-অধর।
অমনি পাঠায় লিখি তাহার উত্তর॥

প্রত্যুত্তর।

"শুন হে মন্দোর-পতি-রাঠোর-কুমার।
যাহা অভিরুচি তব, তাহাই আমার॥
ফলে পূর্ব্বকল্পে নাহি দ্বিধাভাব মম।
সহস্র-রাঠোর-সহ শত-ভট্টী সম॥
তবু তব লোক-লজ্জা রক্ষণ আশয়।
তব মতে মত মম, অন্যমত নয়॥
আমার বিলম্ব নাই জানিহ বিশেষ।
নদী-পারে যাইবারে দিয়াছি আদেশ॥
চম্বলের পুলিনে নেমেছে সেনা সবে।
অবিলম্বে পর পারে উপনীত হবে॥"

---

* উভয় পক্ষের সম্মুখে উভয় পক্ষীয় দুই জন নির্ব্বাচিত যোদ্ধার যুদ্ধের নাম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

ভাঙ্গি কুশ কাশ বেণা, পুলিনে নামিল সেনা,
কিবা শোভা হেরি চন্দনায়।
প্রভাত-ভানুর-করে, কিবা ঝক্‌মক্ করে,
আয়স কবচ সব কায় ॥
সকলের আগে আগে, বিমল অম্বর-ভাগে,
উড়িতেছে ভট্টীর নিশান।
প্রভাত-পবনে রঙ্গে, উড়িছে এমন ভঙ্গে,
বিপক্ষে কি করিছে আহ্বান?
বাহিনীর মধ্যখানে, আরোহী তুরঙ্গ-যানে,
সাধু যান লয়ে বনিতারে।
ঊর্দ্ধে কিছু দৃষ্ট নয়, কেবল বল্লম-চয়,
শোভা পায় কানন-আকারে ॥
অগ্রভাগে জয়তুঙ্গ, নয়নে লোহিত রঙ্গ,
বীরমদে মত্ত অবিরত।
পাল্ড-বংশে অবতার, সিংহ-সম মহামার,
শিরোদেশ বিশেষ আয়ত ॥
ব্যাঘ্রসম ভয়ঙ্কর, সঙ্গে শত ধনুর্দ্ধর,
স্বল্প বটে, যুদ্ধে যমদূত।
মরণে নাহিক ভয়, আরোহিয়ে হয়-চয়,
নদী পার হয়ে যায় দ্রুত।
তুরঙ্গের পদাঘাতে, ধ্বনি হয় তরঙ্গেতে,
গভীর মধুর সেই ধ্বনি।
চপর্ চপর্ চপ্, ঝপ ঝপ ঝপ্ ঝপ্,
শ্রবণে শ্রবণে সুখ গণি ॥

আবর্ত্তে পড়েছে কেহ, অস্থির তুরঙ্গ-দেহ,
ঘুরিয়া বেড়ায় পাকে পাকে।
কিন্তু সে সৈন্ধব হয়, তথাপি ব্যাকুল নয়,
গরজিয়া উঠে ঘোর ডাকে॥
তুলিয়া বিপুল পুচ্ছ, আবর্ত্ত করিয়া তুচ্ছ,
তেজে উঠে যায় তুরঙ্গম।
লূতাতন্তু জালিকায়, বরটা কি ধরা যায়,
বিষম তাহার পরাক্রম॥
অবিলম্বে সেনাচয়, পারে অবতীর্ণ হয়,
বাছিয়া লইল নিজ স্থান।
পড়িল ছাউনী ঠাট, সমর-পশরা-হাট,
ক্ষণমাত্রে হয় শোভমান॥
এই হল্যো নিরূপণ, পরাহ্নে হইবে রণ,
পূর্ব্বাহ্নে ভোজন-পান-কাল।
বিশ্রাম-বিলাস-ভরে, সবে পরিশ্রম হরে,
যথাকালে উদয় বিকাল॥
শ্রমেতে অবশ অঙ্গ, নিদ্রা যায় জয়তঙ্গ,
যেন সুপ্ত ভুজঙ্গ ভীষণ।
কাছে অশ্ব অভিরাম, শ্রীপঞ্চ-কল্যাণ নাম,
প্রভুর প্রহরী অনুক্ষণ॥
হেন ভাবে খাড়া আছে, মক্ষিকা না যায় কাছে,
কি সাধ্য শত্রুর সমাগম।
দূরে থেকে নাগরিয়া, জয়তঙ্গে নিরখিয়া,
আরোহিয়া নিজ তুরঙ্গম॥

উপহাস করণাশে, ধেয়ে যায় তার পাশে,
অমনি পাহুর অশ্ববর।
চরণ উন্নত করি, উগ্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরি,
বিঘোষণ করে ঘোরতর॥
জাগিয়ে উঠিল পাহু, প্রসারণ করি বাহু,
দেখে শত্রু ভাদুরে উদয়।
জিজ্ঞাসিছে হাস্য করি, "কি বাসনা অনুসরি,
হেথায় আইলে মহাশয়?
হেরি মোর নিদ্রা ঘোর, গুপ্তচর কিবা চোর,
সেইরূপ দেখি তব ধারা।
ছিছি একি ক্ষাত্র ধর্ম্ম, ধিক ধিক হীন কর্ম্ম,
হইয়াছ বুদ্ধি শুদ্ধি হারা॥"
শুনি মিহিরজ কয়, "এরহস্য মন্দ নয়,
রণ-ব্রতে ব্রতী যেই জন।
নাহিক তাহার দায়, যুদ্ধকালে নিদ্রা যায়,
সম্ভূত সভাবী এঘটন॥
নিকটে আইলে দোষ, দেখাও আক্রোশ রোষ,
মিছে ঘুম ঘুমাইবে কত।
সুখদ সঙ্গ্রাম ক্ষেত্রে, চির নিমিলিত নেত্রে,
সুখে নিদ্রা যাবে অবিরত॥"
জয়তঙ্গ তদুত্তরে, কহিতেছে হাস্যাধরে,
"দেখা যাবে কত শক্তি কার।
কে কারে পাড়ায় ঘুম, মিছে কেন ধাম ধুম,
সে ঘুমের মন্ত্র তরবার।

আমার বিলম্ব নাই, এই সজ্জা ধরি ভাই,
এক মাত্র প্রার্থনা আমার।
ফুরায়েছে পানপাত্র, অলসে অবশ গাত্র,
চাহি কিছু সুধার উধার॥"
বলা মাত্র মিহিরজ, যথা রক্ত সলিলজ,
বর্ণধর মদিরা মোহন।
আপনি আনিয়ে দিল, অন্য পাত্র করে নিল,
উভয়েতে করিল গ্রহণ॥

পানান্তে উভয় বীর বাহুড়িয়া যায়।
আপন আপন দলে প্রকাশে প্রভায়॥
দুই দল হইতে আসি রণবাদ্যকর।
বাজাইল ঘোর বাদ্য বাজরা বাজর॥
বাদ্য-অন্তে প্রতিহারী করিল ঘোষণ।
বিগ্রহের হেতুবাদ করিয়া বর্ণন॥

অরণ্য-কমলের প্রতিহারী।

"নাগর-পতির পুত্র মিহিরজ নাম।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শৌর্য্য বীর্য্য ধাম॥
মন্দোরের যুবরাজ তাঁর বন্ধুবর।
বন্ধু-অপমান-শোধ-হেতু অগ্রসর॥
এই হয় ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্ম-যুদ্ধে রিপুকুল পাইবেক ক্ষয়॥"

সাধুর প্রতিহারী।

" পালু-কুল-দীপ এই জয়তঙ্গ বীর।
পরাক্রমে প্রভঞ্জন, প্রতাপে মিহির॥
বীর-চূড়ামণি সাধু সাধুর প্রধান।
মানীর সম্মান যাঁর প্রাণের সমান॥
কারো মান-নাশে তাঁর নাহি কভু মতি।
যেই দেয় হেন দোষ সেই দুষ্ট অতি॥
ন্যায়ের বিপক্ষে যেই রণে মত্ত হয়।
সেই রণে, পরাজয় তাহারি নিশ্চয়॥
এই জয়তঙ্গ বীর জয়ের নিশান।
কে আছে হে শত্রুদলে তাঁহার সমান?"

মিহিরজের উক্তি।

"সাজ হে সাজ হে সত সাজ বীরগণ।
নিজ নিজ সময়োগ্য সহকর রণ॥"

জয়তঙ্গের উক্তি।

" ন্যায়-ধর্ম্মে সকলে রাখিয়ে নিজ চিত।
প্রতিকূল-প্রতি দেহ শাস্তি সমুচিত॥"

আদেশ পাইল, অমনি ধাইল, বাজিল সমর-তূরী রে।
াগে ভয়াতুর, হিয়া দুরুদুর, ঝজরী ঝলরী ভূরি রে॥
াধিছে ঝগড়া, নাদিছে দগড়া, কড়া কড়া কড়া করি রে।
াজিছে ঝম্প, সহিত ডম্ফ, লম্ফ দম্ভ ভরি রে।
াজনের তাল, পরম রসাল, সেই তালে তাল রাখি রে।
াপাইয়ে ঢাল, যায় সেনা-পাল, শিরদেশ সব ঢাকি রে॥

গোমুখে যেমতি, ভাগীরথী-গতি, বাঁধা ছিল কিছুকাল রে।
করিবর বলে, ভেদিল অচলে, ধাইল স্রোত বিশাল রে॥
বাজনের বলে, সেই রূপ চলে, উভয় দলের সেনা রে।
শিরোপরে পর্, উড়ে ফর ফর্, তরঙ্গে উঠিল ফেণা রে।
দুই খর নদী, মিলে আসি যদি, ভাবহ ভাবুক দল রে।
ভাঙি ঝঞ্ঝা ঝোড়, ভয়ানক তোড়, শত পাকে ফেরে জল রে।
হয় কাটাকাটী, নাহি কারো ঘাটি, সমরে উভয় সম রে।
সবে সম-গুণ, কেহ নহে ঊন, কেহ নহে কিছু কম রে॥
আপন আপন, বাদী যেই জন, তারি সহ সেই লড়ে রে।
রণে প্রাণ যায়, চিত্তে এই চায়, সুখে রণভূমে পড়ে রে॥
সে রণ-বিস্তার, কি বলিব আর, শুনহ ভুবনকারি রে।
আমি হীনমতি, বিহীন ভারতী, স্বরূপ রচনে নারি রে॥
যুঝে দুই বীর, ফুলিয়ে শরীর, ধাবিত হইল অতি রে।
খর তরবার, দামিনী আকার, অম্বরে করিছে গতি রে॥
পরাক্রমে পাহ্, খ্যাত মহাবাহ্, মিহিরজ মিহিরজ রে।
তুল্য দুই জন, করিতেছে রণ, যেন দুই দিগ্‌গজ রে॥
কিবা মনোহর, দুই হয়বর, তীর তারা সম ধায় রে।
মুখে ফেণ লাল, খাড়া কেশ-জাল, স্বেদ বহে সব কায় রে
আখেটিক প্রায়, ছুটে ছুটে যায়, প্রভুর মানস বুঝে রে।
খুলে খাঁড়া খাপ, মারে কোপকাপ, সহিত প্রতাপ যুঝে রে॥
শির হাড় ভাঙ্গি, মারিতেছে টাঙ্গি, লোহে যায় রাঙ্গি শরীরে।
উচ্চ স্বর করি, কেহ কহে হরি, কেহ কহে মরি মরি রে॥
কাটা কারো শির, কাহার শরীর, বেঁধা শত তীর-ফলে রে।
কেহ গাঁথা শূলে, দুই আঁখি তুলে, পড়য়ে ধরণী-তলে রে॥

এই রূপে সমর হইল ঘোরতর।
রুধিরের স্রোত বহে অবনী-উপর॥
ফেউরবে ফেরুপাল ফেরে পালে পাল।
নর-মেদ-মাংস খায় আনন্দে বিশাল॥
রণস্থলে শকুনী গিধিনী দলে দলে।
পাকে পাকে ফেরে কোলাহল কুতূহলে॥
জয়হঙ্গে মিহিরজে যুদ্ধ অনুপম।
কারুমাত্র কোনক্রমে নাহিক বিভ্রম॥
ধূলায় ধূসর তনু যেন ধূমময়।
তাহে রুধিরের ধার স্বেদ সহ বয়॥
হয় তেজি দুই বীর ধরণী-উপর।
অতি ঘোর অসী-যুদ্ধে হল্যো অগ্রসর॥
ক্ষণে ক্ষণে সামালিয়া লইতেছে চোট্।
ক্ষণে বসে জানুপাতি, ক্ষণে দেয় যোট্॥
ঢালেতে লাগিছে চোট্ পট্ পট্ রবে।
পটহ বাজিছে যেন আনন্দ-উৎসবে॥
কি চিকণ চালাকী চতুর-চূড়ামণি।
চপল চরণ কিবা চপলা-চলনী॥
চকিতে পড়িছে ধরা, চকিতে উঠিছে।
চকিতে যুটিছে, পুনঃ চকিতে ছুটিছে॥
কতক্ষণ পরে কর্ম্ম দেখহ বিধির।
স্খলিত চরণ হৈল মিহিরজ বীর॥
অমনি ক্ষণেক পাহ বিলম্ব না করি।
প্রহারিল কণ্ঠে তার অসী ভয়ঙ্করী॥

পড়িল বীরের চূড়া মিহিরজ নাম।
জয়নাদ ভট্টির-শিবিরে অবিশ্রাম!
রাঠোর-শিবিরে সবে হল্যো বিষাদিত।
অরণ্য-কমল মুখ-কমল মুদিত॥
তবু রণে নাহি ভঙ্গ দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ভিড়ি।
সম্মুখ-সঙ্গ্রামে সবে খুঁজে স্বর্গ-সিঁড়ী॥
কিবা চমৎকার বৃত্তি, কিবা চমৎকার।
পরদ্বন্দ্বে দেহ-দানে, পরহিত সার!
শেষ-প্রায় সমুদায় বীরের প্রধান।
হইল সমর-ক্ষেত্র শ্মশান সমান॥

অনন্তর সাধু সদাশয়।
অরণ্য-কমল সহ সমরে প্রবিষ্ট হয়।
কর্ম্মদেবী দুই করে, সজ্জা লয়ে যত্ন-ভরে,
সাজাইছে সমাদরে, স্বীয় প্রিয় রসময়॥
রূপ হেরি রতি পায় লাজ।
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতীগণ-সমাজ।
চকিত মৃগ-লোচনা, অমৃত মিত বচনা,
কিবা ভুরুর রচনা, বারিজে অলি-বিরাজ॥
কল্যাণী কমলা অবতার।
কুল-কমল-আকরে ফুল্ল-পদ্মিনী আকার।
গুণময়ী চারুশীলা, লীলা হেতু জনমিলা,
প্রিয়বরে সাজাইলা, কিবা শোভা চমৎকার

কুরুবক নিন্দি দুটি কর।
বিচিত্র কবচ দানে ঢাকে নাথ-কলেবর।
শিরে দিল শিরস্ত্রাণ, কৃপাণ করিয়ে দান,
অশ্রুজলে করে স্নান, নয়ন নীলেন্দীবর॥
হেরি বীর হইল ব্যাকুল।
কোলে লয়ে প্রেয়সীরে চুম্বয়ে মুখ রাতুল।
শিরে দিয়ে পদ্মপাণি, কহিছে আশ্বাস বাণী,
ধৈর্য্য ধর হে কল্যাণি, কালী কুলাবেন কূল॥
রাণে মারি রাঠোর দুর্জ্জয়॥
জয় জয় রবে আমি ফিরিব সন্ধ্যা-সময়।
এত বলি পুনরায়, চুম্বি প্রাণপ্রমদায়,
রণস্থলে যায় রায়, আরোহণ করি হয়॥
ওদিগেতে অরুণা-কমল।
বীরমদে ক্রোধমদে আরক্ত আঁখি-যুগল।
আরোহি তুরঙ্গবর, হইলেক অগ্রসর,
হরি সহ যুঝিবারে, এলো যেন আখণ্ডল॥
মিলিল আসিয়ে দুই বীর।
বঙ্কিম ভাবেতে চড়া উন্নত আয়ত শির।
যেন এক সিংহী তরে, দুই সিংহ রণ করে,
গরজিত ঘোর স্বরে, কম্পিত দুই শরীর॥
কিরূপে বর্ণিব সেই রণ।
বর্ণনায় বর্ণহারে, কে পারে করে বর্ণন?
কোন বীর নহে ঘাটি, চটাপটী কাটাকাটী,
ফুটী-সম ফোটে মাটী, তুরগ খুর-ঘাতন॥

ভীষণ গর্জ্জন ঘন ঘন।
যেন দুই দ্বিপ-দ্বন্দ্বে দিগন্তে করে ঘোষণ।
কিবা জহ্নু মুনি-কন্যা, ধারা-পাতে ধরা-ধন্যা,
আইলে প্রবল বন্যা, গরজে অতি ভীষণ॥
জ্বলে চারি চঞ্চল নয়ন।
যেন আসি চারিখণ্ডে উদয় হল্যো তপন।
চারি চক্ষে রক্তছবি, অনল লজ্জিত হবে,
কিবা কালান্তের রবি, প্রকাশ করে গগন॥
হতচিত্ত যত সেনা গণ।
দুই বীর পরাক্রম দূরে করে নিরীক্ষণ।
বচাবচ দুইদলে, ধন্য সাধু কেহ বলে,
কেহ অরণ্য-কমলে, দেয় জয়-সম্বোধন॥
তরবার ঘোরে বন বন্।
সিন্ধুতটে শম্বপাকে আবর্ত্ত ফেরে যেমন।
এই যোদ্ধা এই বক্ষে, কটিতটে ঝুলে টঙ্ক,
টুটে তরবার অঙ্গ, বরিষয়ে হুতাশন॥
টপাটপ্ টপকে টাঙ্গন।
নিজ নিজ প্রভু-প্রাণ রক্ষণেতে সযতন।
বিপক্ষের অসী-লক্ষে, স্থাপন করিয়া চক্ষে,
বাঁচাইছে নিজ পক্ষে, চালনা করি চরণ॥
অস্ত্রাঘাতে অরণ্য-কমল।
যেন দিবা দ্বিপ্রহরে লোহিত সহস্রদল।
প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু রণে জ্ঞান-হত,
বিষম বিক্রমে রত, হৃদে জলে ক্রোধানল॥

হের দেখ এমন সময়।
হয় ছেড়ে সাধুবীর ধরায় পতিত হয়।
পুনঃ না উঠিতে বসি, অরণ্য-কমল পশি,
হৃদয় উপরে কসি, মারিল অসী দুর্জ্জয় ॥
যেন যজ্ঞ-পবিত্রের প্রায়।
মুহূর্ত্তেকে কাটিলেক সাধুর কাঞ্চন কায়।
রণভূমে ডাকে শিবা, বিগত হইল দিবা,
ভানু অস্ত শোভা কিবা, সিন্দূর হ্রদে লুকায় ॥
ভট্টির-শিবিরে হাহাকার।
কি হইল কি হইল, মুখে মাত্র সভাকার।
আমাদের সবে ফেলে, কোথা সাধু কোথা গেলে,
বিষম শোকাগ্নি জ্বেলে, করিলে হে ছার খার!
কর্ম্মদেবী কনক-লতার।
শুখাইল চারুমুখ প্রদোষ-কমলাকার!
ছিন্ন-মূলা যেন লতা, নিপতিতা পতিব্রতা,
ক্ষণেক চৈতন্য-হতা, নয়নে সহস্র ধার ॥
ক্ষণেকে হইয়ে সচেতন।
প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-কঙ্কণ।
পূর্ব্বকথা সকাতরে, শোক-মগ্ন ভগ্ন স্বরে,
কহিছেন সহোদরে, পরিহরিয়ে রোদন ॥
আর মম জীবনে কি ফল ভাই, আর বল বাঁচিয়ে কি ফল?
নাথ-শোকে হৃদয় বিকল ভাই, জ্বলে যেন প্রবল অনল ॥
এ অনল জুড়াইতে আছে ভাই, কেবল সে চিতার অনল।
দেহ তার অয়োজন, এই শেষ-ভিক্ষা ভাই করহ সফল ॥

"পতিরতা পত্নী যেই, পতিব্রতে রতি তার জীবনে মরণে ;
"হারাইয়ে পতিধন, যতি-ব্রতে ব্রতী সেই হইবে কেমনে ?
"একান্ত যাহার রতি-মতি সেই পতি-পদ-পঙ্কজ পূজনে ;
"কেমনে ধ্যাইবে বিভু বিশ্বপতি ধ্যানে, নিদিধ্যাসনে, মননে।
"কপোতিনী কপোত প্রিয়ায়, হায়! বিধি আনি মিলাইল তায় ;
"হইতে না হইতে মিলন-সুখ, ঘটিল বিরহ ঘোর দায় ॥
"কোথা থেকে আইল নিষাদ ক্রূর, কপোতে মারিল বিষবাণে ;
"কাতরা কপোত-বধূ বিরহের বাণে, কিবা আশ্বাস পরাণে ?
"উদয় অচলে দিনকর, হেরি হাস্যমুখী হয় কমলিনী।
"হাসিতে, না প্রকাশিতে মুখ, মেঘরাশি আসি করিল মলিনী,
"কোথা লুকাইল দিনকরে, হায়! সরোজিনী বাঁচিবে কেমনে?
"জীবনে জীবন-আশা ছাড়ে সেই, তার মাত্র জীবন তপনে ॥
"তাই ভাই যাই সে তপন-লোকে, যথা মম হৃদয়ের ধন ;
"আর মিছে প্রবোধে কি কায হায়! বিহনে সে জীবন-জীবন ;
"নন সাধু সামান্য মানুষ ভাই! শাপ-ভ্রষ্ট জনমিলা কাম।
"কিছু দিন করি খেলা চলি গেলা নিজস্থানে, যথা যোগ্য ধাম॥"
এত বলি শারদ সরোজ-মুখী, অভিষিক্ত অশ্রু হিমহারে ;
পতি খর কৃপাণ লইয়ে করে, স্বীয় বাম বাহুতে প্রহারে ॥
ছিন্ন কর ভূষণ সহিত, সহোদর-হস্তে করি সমর্পণ।
"কহে শুন শুন ভাই, করিহ পালন, মম চরম বচন ॥
আমাদের কুলকবিবরে, দিও এই হস্ত রতন-মণ্ডিত।
সতীত্বের সঙ্গীত-আখ্যানে ভাই, গান যেন দাসীর চরিত॥"
অনন্তর ভ্রাতারে কৃপাণ দিয়ে কহিতেছে বিনত বচন।
"করবালে ছেদহ দক্ষিণ বাহু, হোক মম সুখেতে মরণ ॥

"এই হস্ত পাঠাইও আমার হৃদয়-নাথ-পিতার নিকটে।
"জানিবেন এই কথা তিনি ভাই, বধূ তাঁর সুত-যোগ্য বটে॥
"পিতা স্থানে দাসীর এশেষ ভিক্ষা, সাধুসহ দহি কলেবর।
"এই স্থানে সরসী খনন করি, নাম দেন কর্ম্ম-সরোবর॥"
বাণী-শেষে ধরাসনে বরাননা, পতি-পাশে পতিতা হইলা।
সেনা-মাঝে উঠিল রোদন-ধ্বনি, সবে কহে 'ধন্য পুণ্যশীলা!'
দ্রবীভূত ক্ষত্রিয় হৃদয় সব, যাহাদের ব্যবসা সমর।
যাহাদের রুধিরে পুলক, বহে তাহাদের নয়ন-নির্ঝর॥
শোকস্বর উঠে, উভয় সেনায়, নিরাশ্বাস অরণ্যকমল।
কর্ম্মদেবী জীবন তেজিলা শুনি, হল্যো অতি হৃদয়ে বিকল॥
শত শত আঘাত শরীরে, তবু তাকে কিছু না ভাবে যাতনা।
কর্ম্মদেবী-শোকে দহে প্রাণ, কোন মতে আর না মানে সান্ত্বনা।
ভাবে "আমি পাপী নরাধম, পতিপ্রাণা সতী প্রাণনাশ-হেতু।
"রতিপতি অনর্থের মূল, ধিক' ধিক্‌রে ধিক্‌রে মীনকেতু!
"এ রমণী-রতন-অযোগ্য আমি, বীরবর সাধু যোগ্য বর।
"এ প্রেম-পঙ্কজ-বনে আমি দুরাচার, ছার দ্বিরদ-সোদর॥"
হেথা মেঘরাজ মতিমান, চিতা সাজাইল মহা আড়ম্বরে।
স্তূপে স্তূপে চন্দনের সার, চন্দনার তীরে, শোভে স্তরে স্তরে॥
সর্জ্জরস গুগ্‌গুলু প্রভৃতি, নবনীত ঘৃত, শত শত ভার।
পুণ্য-পয়স্বিনীর সলিল, বিধিমত যত, প্রয়োজন আর॥
সাজাইল নেতের বসন চারু, রজতের পালঙ্ক সুন্দর।
শোয়াইল তাহাতে যুগল তনু, প্রাণগতে দৃশ্য মনোহর!
বিহসিত উভয় শবের মুখ, মরণেতে এত রূপ ঘটে!
সেই ভাব বর্ণিব কি আর আমি, ভাবহ ভাবুক চিত্ত-পটে॥

সাধু, সাধু-প্রিয়া মগ্ন প্রেমহ্রদে, ভাবরে ভাবুক জনগণ।
সেভাবের ভাবুক কোথায় হায়! কে ভাবে সে ভাবের কারণ?
জ্বলিল বিষম হুতাশন, কালানল সম সেই বৈশ্বানর।
দহিল কাঞ্চন তনুদ্বয় চারু, কোথা বা সে মাধুরি নিকর?
এই দেহে মিছা অভিমান হায়! ইথে লোক যত্ন কেন করে?
মাটির শরীর এই, মাটি হবে পরে, কথা জানে সব নরে॥
বিচেতন শোকে মন প্রাণ, কর্ম্মদেবী-প্রিয় সহচরীগণ।
ক্ষিপ্ত-প্রায় ভ্রমে, জ্ঞানহারা, দাবা-দগ্ধ মৃগী স্বরূপ লক্ষণ॥
বেড়ে চিতানল, মুখেরব, কোথা গেলে দেবি! দেখা দেহ সতি
তোমা ভিন্ন কিকায জীবনে, হায়! আমাদের কি হইবে গতি

সহচরীদিগের উক্তি গীত।

ললিত।

"হায়, এ সময়ে সতি, রহিলে কোথায়? হায়!
তোমা ভিন্ন চারুশীলে, কি কায এ শূন্য কায়?
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী, দেবী-অংশ তুমি সতী,
পবিত্র এ বসুমতী, তোমার কৃপায়, হায়!
তুমি নিজ পুণ্যবলে, দিব্য-লোকে গেলে চলে,
দাসীদের স্নেহছলে, আর কে সুধায়? হায়!
আমাদের প্রীতি জন্য, নাহি ছিল ভাব অন্য,
সবে সহোদরা গণ্য, করিতে মায়ায়? হায়!"
চারি মাস অন্তে হয়ে অন্তরে বিকল।
প্রাণত্যাগ করিলেন অরণ্য-কমল॥

সাধুর হইল যেই দিনেন্তে পতন।
সেই দিনে কমলের চৌমাসী ঘটন।।
সেই বৈর-শোধনার্থ পুরষানুক্রমে।
ভট্টীসহ রাঠৌর যুঝিল পরাক্রমে।।
অবশেষে ভট্টীদের হইল বিজয়।
গ্রাম্য-গীতে সে সকল ব্যক্ত দেশময়।।
যেই সরোবর-কথা কহিলে ধীমান।
সেই কর্ম্ম-সরোবর পুণ্য-তীর্থ-স্থান।।
রত্নশিলা বিরচিত সতীর আকৃতি।
ধরাধামে অবতীর্ণা যেন দেবী ধৃতি।।
সতীত্ব সাধ্বীত্ব গুণে বরণীয়া অতি।
অধুনা তাঁহার তুলা আছে কেবা সতী?
এ হেন অমূল্য নিধি ধরায় কি ধরে?
দিব্য লোকে পতি সহ সুখে কাল হরে।।
এত বলি নিবারিলা সারঙ্গের তান।
শ্রোতৃগণ যেন মুগ্ধ মধুপ-সমান॥

সমাপ্ত।